উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

PUTTING CITIZENS FIRST

প্রকাশকাল:
প্রথম সংস্করণ-২০১৬
দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১৭

গ্রন্থস্বত্ত্ব: গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মোঃ আবদুল হালিম

মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রকাশিত "উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ" শীর্ষক বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালের জুলাই মাসে। সারাদেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধে নিয়োজিতদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বইটির প্রথম সংস্করণ দ্রুত শেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণীত হবার পর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সুবিধার্থে বইটিতে এ আইন অন্তর্ভূক্ত করা জরুরি প্রতীয়মান হওয়ায় তা সংযোজন করা হয়েছে।

পূর্বের সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণ বাল্যবিবাহ নিরোধ তথা আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণে নিয়োজিতগণসহ, নীতি নির্ধারক, গবেষক সকলের জন্য পাথেয় স্বরূপ হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(মোঃ আবদুল হালিম)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রেক্ষাপট ---------- ০১

World Girl's Summit এ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার ---------- ০২

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটএর উদ্ভাবন ---------- ০৫

তৃতীয় অধ্যায়

বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কার্যক্রম ---------- ১০

চতুর্থ অধ্যায়

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর হতে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর
নির্দেশনা মতে বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহ ---------- ২২

পঞ্চম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ---------- ২৯

পরিশিষ্ট -১: বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে জিআইইউ কর্তৃক
প্রণীত কর্ম পরিকল্পনার নমুনা ছক ---------- ৩৯

পরিশিষ্ট -২: শৌখিন বিবাহ নিবন্ধকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ
এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ---------- ৪৫

পরিশিষ্ট -৩: ১১ ডিসেম্বর/২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ নিরোধ
সংক্রান্ত পর্যালোচনা বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ---------- ৪৬

পরিশিষ্ট -৪: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক
বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজীদের ভূমিকা সংক্রান্ত ১৯/১১/২০১৪
তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ---------- ৪৭

পরিশিষ্ট -৫: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজীদের ভূমিকা সংক্রান্ত ১৯/১১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ---------- ৪৮

পরিশিষ্ট -৬: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষযক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ---------- ৪৯

পরিশিষ্ট -৭: ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স/ নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন বিষয়ক তথ্য ---------- ৫০

পরিশিষ্ট -৮: স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো সংক্রান্ত ---------- ৫২

পরিশিষ্ট -৯: শিক্ষক/ কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো নিরুৎসাহিতকরণ প্রসঙ্গে -- ৫৩

পরিশিষ্ট -১০: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত ---------- ৫৪

পরিশিষ্ট -১১: বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ প্রসঙ্গে ---------- ৫৫

পরিশিষ্ট -১২: বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে ০৯/২/২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ---------- ৫৭

পরিশিষ্ট -১৩: ১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ---------- ৫৯

পরিশিষ্ট -১৪: বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে ---------- ৬০

পরিশিষ্ট -১৫: বাল্যবিবাহ নিরোধে প্রয়োজনীয় আইন/ বিধির প্রযোজ্য অংশ ---------- ৬২

পরিশিষ্ট -১৬: জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করার জন্য পালনীয় শর্তসমূহ ---------- ৬৫

পরিশিষ্ট -১৭: বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ---------- ৬৬

প্রথম অধ্যায়

প্রেক্ষাপট

নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বাল্যবিবাহ নিরোধ। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য প্রণীত আইনে ছেলে ও মেয়েদের বিয়ের নূন্যতম বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। ছেলে বা মেয়ে কারো বয়স আইনে নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম হলে সে বিয়ে বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য হবে। ছেলে বা মেয়ে যার ক্ষেত্রেই ঘটুক না কেন, বাল্যবিবাহ মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এটি শিশুদেরকে কখন এবং কাকে বিয়ে করবে সে অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করে। সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮ এ বিবাহের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায়, পূর্ণ সম্মতি দানের অধিকারকে স্বীকার করে বলা হয়েছে যে, একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই মানসিকভাবে পরিপক্ক হতে হবে। ১৯৩টি দেশ কর্তৃক অনুমোদিত The Convention on the Rights of Child,1989-এ ছেলে ও মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ নির্ধারণের জন্য সকল দেশকে অনুরোধ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে ২০১৪ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গার্ল সামিটে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

ছবি: ২০১৪ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গার্লস সামিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সরকার, ইউনিসেফ ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম চালানো সত্ত্বেও ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহের হার ২০১১ সালে ছিল ৬৬%, যা বিশ্বের সর্বাধিক বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয় এরূপ দেশগুলোর একটি। International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b) এর অপর এক জরিপ অনুসারে ২০১২ সালে বাল্যবিবাহের হার ছিল ৬৪%। "State of the world's children-2009" এর রিপোর্ট অনুসারে ২০-২৪ বয়স গ্রুপের ৬৩% মহিলার বিবাহ ১৮ বছরের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল। তবে UNICEF এর সাম্প্রতিক জরিপে খানিকটা আশার আলো রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে বাল্যবিবাহের হার আগের চেয়ে নিম্নগামী হয়েছে। এ রিপোর্ট অনুসারে ২০০৬ সালে বাল্যবিবাহের হার (১৮ এর নীচে) ৭৪% ছিল যা ২০১৫ সালে ৫২% এ এসে দাঁড়িয়েছে।

১.২ World Girl's Summit এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার

২০১৪ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত World Girl's Summit এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিম্নোক্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন:

- ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নীচে বাল্যবিবাহকে শূন্য করা;
- ২০২১ সালের মধ্যে ১৫-১৮ বছর বয়সের মধ্যে সংঘটিত বাল্যবিবাহের হারকে এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা ও
- ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি নির্মূল করা ।

নিম্নের টেবিল (১.১) ও সারণী (১.১) এ একনজরে বাংলাদেশের বাল্যবিবাহের তথ্য দেখানো হলো–

টেবিল ১.১: বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের তথ্য

বিবরণ	সংখ্যা (হাজারে)/শতকরা হার	
মোট জনসংখ্যা ('০০০)	১৫৬,৫১১ (২০১৪)	
মোট মহিলার সংখ্যা ২০-২৪ বছর ('০০০)	৭,২৭৮ (২০১৪)	
১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ হয়েছে এরূপ মহিলার সংখ্যা ('০০০)	৩,৮০৬	৫২.৩%
১৫ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ হয়েছে এরূপ মেয়ের সংখ্যা ('০০০)	১,৩১৭	১৮.১%
২০-৪৯ বয়সী মোট মহিলার সংখ্যা ('০০০)	৩৫,৬৮৫ (২০১৪)	
১৮ বছরের পূর্বে বিবাহিত মহিলার সংখ্যা ('০০০)	২২,৪১০	৬২.৮%
১৫ বছরের পূর্বে বিবাহিত মেয়ের সংখ্যা ('০০০)	৯,৭০৬	২৭.২%

Population figures have been estimated from Bangladesh Population and Housing Census, 2011; MICS 2012-2013

সারণী ১.১ : ১৯৯৩-২০১১ সময়ে বাংলাদেশে ১৫ ও ১৮ বছরের আগে বিয়ে হওয়ার প্রবণতা

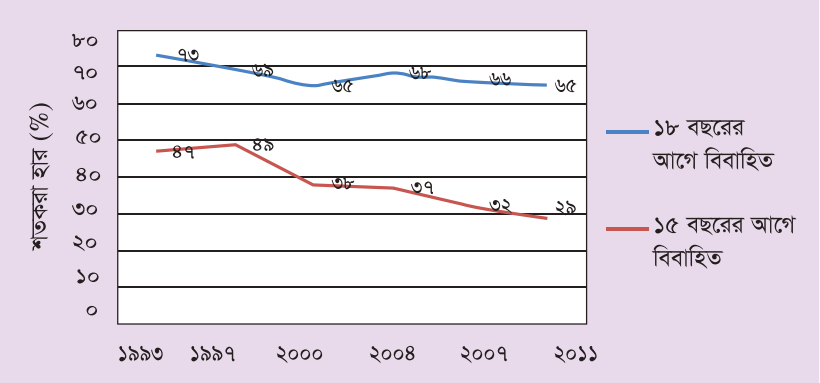

সূত্রঃ বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস) ১৯৯৩-২০১১

টেবিল ১.২ : অপেক্ষাকৃত কম ও বেশী বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসমূহে ১৫-১৯ বছরের মেয়েদের বিয়ের একটি তুলনামূলক চিত্র

তুলনামূলকভাবে কম বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসূমহ		তুলনামূলকভাবে বেশী বাল্যবিবাহ হয় এমন জেলাসূমহ	
জেলা	শতকরা হার (%)	জেলা	শতকরা হার (%)
সিলেট	১৩.৫	মেহেরপুর	৫৩.৭
মৌলভীবাজার	১৫.৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৮.০
সুনামগঞ্জ	১৬.৪	কুড়িগ্রাম	৪৭.৮
চট্টগ্রাম	১৮.৪	চুয়াডাঙ্গা	৪৬.৭
হবিগঞ্জ	২০.৫	বগুড়া	৪৬.৪

(সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিআইডিএস ও ইউনিসেফ, Child Equity Atlas: Pockets of Social Deprivation in Bangladesh, 2013)

সারণী ১.২ : ১৫ বছরের কম বয়সের বিবাহের প্রবণতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার সম্পর্ক

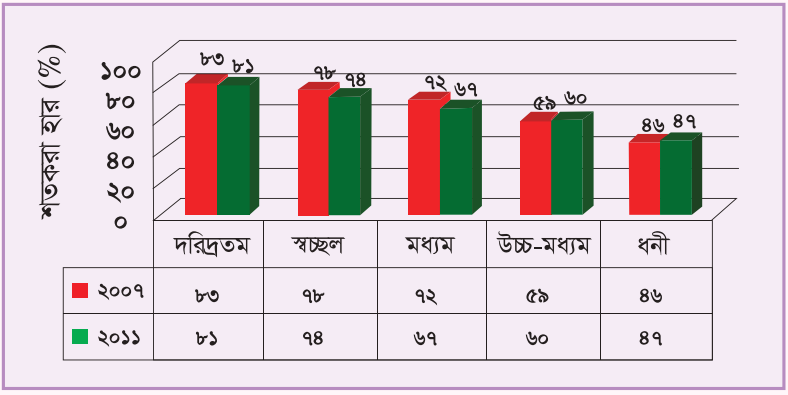

	দরিদ্রতম	স্বচ্ছল	মধ্যম	উচ্চ-মধ্যম	ধনী
২০০৭	৮৩	৭৮	৭২	৫৯	৪৬
২০১১	৮১	৭৪	৬৭	৬০	৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উদ্ভাবন

পাবলিক সেক্টরে উদ্ভাবনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) বিষয়টিকে যেভাবে দেখে থাকে, তা হচ্ছে- প্রচলিত আইন, বিধি-বিধানের পরিবর্তন ব্যতিরেকে কমখরচে, কমসময়ে এবং জনগণের হয়রানি কমায় এমন বিকল্প উপায়ে কোন সমস্যার সমাধান বা সেবা প্রদান। যে সমাধান ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বিদ্যমান সেবার মানের উন্নতি ঘটায়।

বাল্যবিবাহের জন্য সচারাচর দারিদ্র্য, অশিক্ষা, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি কারণ সমূহকে দায়ী করা হলেও সেগুলো বাল্যবিবাহের মূল কারণ নয়। ঐ কারণগুলোর সমাধানের জন্য বিবাহ দেওয়া যাবে এমন কথাও আইনের কোথাও বলা হয়নি। একটি বৈধ বিবাহের জন্য অন্তত বিবাহ পড়িয়ে দিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঐ বিবাহ না পড়িয়ে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পাত্রপাত্রী নিজেদেরকে বিবাহিত বলতে বা ঘোষণা দিতে পারেননা। সুতরাং পাত্র বা পাত্রীর আইনে নির্ধারিত বয়স না হওয়া পর্যন্ত যে বা যারা বিবাহ পড়ান বাল্যবিবাহের জন্য মূলত তারাই দায়ী। এদের সহায়তা ছাড়া পাত্র/পাত্রী, অভিভাবক বা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি কারো পক্ষেই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সুতরাং এদেরকে সচেতন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দায়বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করে বাল্যবিবাহের হার দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব।

ফ্লোচার্ট ২.১: বিবাহ প্রক্রিয়া

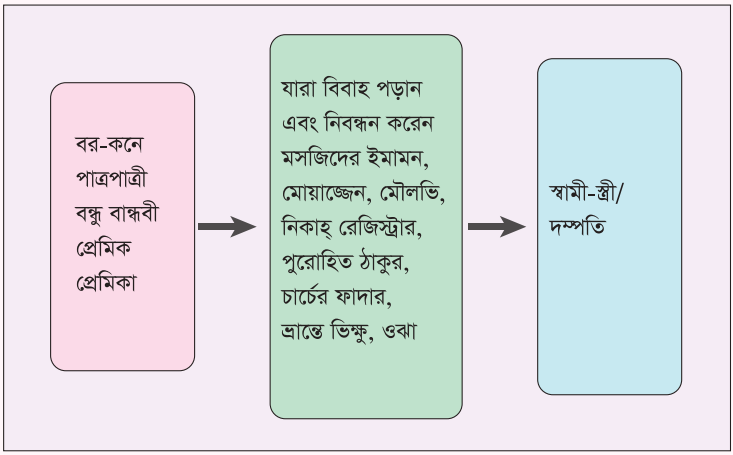

আমাদের সংস্কৃতি বিবাহ ব্যতীত কোন ছেলে মেয়ের একত্রে বসবাস অনুমোদন করেনা। সুতরাং বামদিকে (ফ্লোচার্ট ২.১ এ) বর-কনে, পাত্র-পাত্রী, বন্ধু-বান্ধবী, প্রেমিক-প্রেমিকা বা অনুরূপ নামে যাদেরকেই দেখানো হোকনা কেন, তাদেরকে একত্রে বসবাসের জন্য স্বামী-স্ত্রী হতে হয়। আর স্বামী-স্ত্রী বা দম্পতি হতে হলে তাদেরকে বিবাহ নামক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ধর্মীয় প্রথা অনুসারে অনেকেই বিবাহ পড়াতে পারেন। বাংলাদেশে ধর্মীয় প্রথা অনুসারে বিবাহ পড়ান এরূপ ৭২ হাজার ব্যক্তির তথ্য পাওয়া গেছে। দেশব্যাপী উপরের ফ্লো চার্টে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের বিবাহ সম্পর্কিত কার্যক্রম নিয়মনিষ্ঠ করা গেলে বাল্যবিবাহ সম্পাদন কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

অর্থনীতির সূত্রের সাথে মিলালে দেখা যাবে যে, যে বা যারা বিবাহ পড়িয়ে থাকেন তাদের সংখ্যা মোটামুটি স্থির। যিনি বিবাহ পড়ান বা নিবন্ধনের কাজে জড়িত হয়েছেন তিনি দীর্ঘকাল এ কাজে নিয়োজিত থাকবেন। সুতরাং এদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ কার্যক্রমের দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাওয়া যেতে পারে।

পক্ষান্তরে পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আমাদের দেশে ১০ থেকে ১৮ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৩ (তিন) কোটির বেশি। এ ছাড়া প্রতি বছর ৪০ লক্ষ ছেলে মেয়ে ১০ বছরে পদার্পণ করে। এ ব্যাপক সংখ্যক ছেলে মেয়েকে উদ্বুদ্ধ ও তদারকি করার চেয়ে ৭২ হাজার ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধকরণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজ। তাই জিআইইউ বাল্যবিবাহ বন্ধে পাত্র-পাত্রী, অভিভাবক, সমাজের চেয়ে বিবাহ সম্পন্নকারীদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে।

ফ্লোচার্ট ২.২: স্টেকহোল্ডার ক্লাস্টার

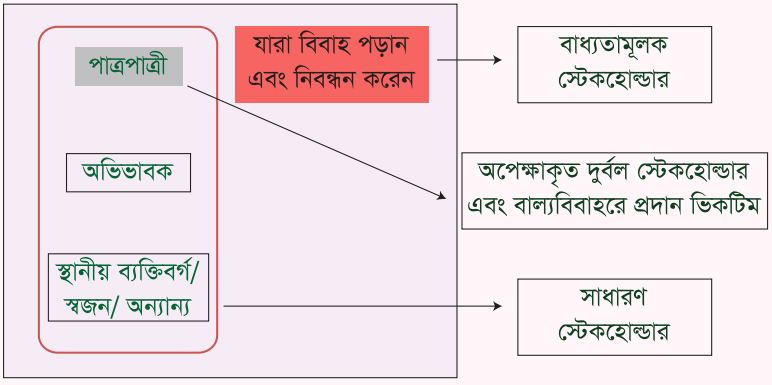

বাল্যবিবাহ সম্পন্নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে বিবাহ সম্পন্নকারীগণ। সুতরাং বাল্যবিবাহ বন্ধ বা আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণে বিবাহ সম্পন্নকারীগণ হচ্ছেন মূলপক্ষ (Primary Party)। সমাজ, অভিভাবক, পাত্র-পাত্রী হচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষ (Secondary Party)। অথচ বাল্যবিবাহ প্রতিহত বা হ্রাস করণের সকল উদ্যোগ দ্বিতীয় পক্ষকে টার্গেট করে গ্রহণ করা হয়েছে। মূল পক্ষকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বা আদৌ তাদের ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়নি। ফলে ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হ্রাস পায়নি। সুতরাং বাল্যবিবাহ হ্রাসের সকল কার্যক্রমে মূল পক্ষকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

সুতরাং ইন্টারভেনশন কোথায় সহজ এবং অপেক্ষাকৃত বেশী জরুরী তা নীম্নের ফ্লোচার্ট থেকে সহজেই বোধগম্য

ফ্লোচার্ট ২.৩: বাল্যবিবাহ নিরোধে জিআইইউ এপ্রোচ

নিম্নের অবস্থাগুলো বিবেচনা করা যাক। ধরা যাক পাত্রীর বয়স ১৮ বছরের কম কিন্তু পাত্রী সুন্দরী/ লেখাপড়ায় অমনোযোগী/ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে/ আদৌ লেখাপড়া করেনি/ নদীভাংগা পরিবার থেকে আগত/ দরিদ্র/ এতিম/ গাত্রবর্ণ কালো/ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে অথবা পাত্র বিদেশে থাকে/ ভাল পাত্র পাওয়া গেছে/ ছেলেরা টিজ করে/ প্রেমিকের সাথে বিবাহের জন্য জেদ ধরেছে / কোন ছেলের সাথে অশোভন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এর কোন কারণে ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোন মেয়েকে বিবাহ

প্রদান করা যায় কি? বর্ণিত কারণ গুলোর কোনটিকে বিবেচনায় নিয়ে বিবাহ পড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ বাংলাদেশের আইনে নেই। তাহলে এগুলো বাল্যবিবাহের কারণ হতে পারে না। মূলত বিবাহ সম্পর্কিত আইনগুলোর দুর্বল প্রয়োগের ফলে ঐ সকল কারণকে অজুহাত হিসাবে তুলে ধরে বাল্যবিবাহকে যৌক্তিক করার অপচেষ্টা চালানো হয়। বাল্যবিবাহ নিরোধে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ দীর্ঘকাল ধরে এ সকল উপসর্গকেই বাল্যবিবাহের কারণ মনে করে এসেছেন। উপসর্গ ও সমস্যার পার্থক্য করতে না পারার কারণে এ উপসর্গকেই বাল্যবিবাহের সমস্যা ভেবে তা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আইনানুগ অবস্থান থেকে বাল্যবিবাহের কারণ চিহ্নিত করা প্রয়োজন মর্মে এ ইউনিট মনে করে। এ বিষয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট উদ্ভাবন বিষয়ে তার অভিজ্ঞতার আলোকে এ সকল সমস্যা নিরূপণ করে তা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধকগণ সরকারি নিয়মনীতি মেনে সংশ্লিষ্টদের তত্ত্বাবধানে কাজ করে থাকেন। ফলে তাদের দ্বারা সম্পাদিত বিবাহসমূহ রেজিস্ট্রেশন হয়, এক্ষেত্রে বিচ্যুতি কম। কিন্তু বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গ যেমন মসজিদের ইমাম/ মোয়াজ্জেন, মাদ্রাসার শিক্ষক, স্কুল/ কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক, মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণির ছাত্র, মৌলভী, ঠাকুর, ওঝা, ভান্তে, গুরু, পুরোহিত, পাড়ার মুরুব্বী এদের দ্বারা সম্পাদিত বিবাহগুলো অনেকক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আসেনা, আবার এদের জবাবদিহিতাও কম। ভ্রাম্যমাণ আদালত কোন কোন ক্ষেত্রে হাতে নাতে ধরে এদের শাস্তি দিতে সক্ষম হলেও অনেক ক্ষেত্রে এরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যেতে সক্ষম হন। ফলে এ সুযোগ নিয়ে তারা বাল্যবিবাহ পড়িয়ে থাকেন।

জিআইইউ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে স্থানীয়ভাবে এসব ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে তাদের ডাটাবেজ প্রস্তুত, প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এদের বিবাহ সম্পর্কিত কার্যক্রমের মনিটরিং/ নিয়ন্ত্রণ করে শতভাগ বিবাহকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এনে বাল্যবিবাহকে নিরোধের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে ২০১১ সালে বাংলাদেশে বিভাগ ভিত্তিক অনূর্ধ্ব ১৫ বছর বয়সের মেয়েদের বাল্যবিবাহের হার সিলেট বিভাগে সর্বনিম্ন (১৬%) এবং রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ (৪৩%) ছিল।

কোন সমস্যার সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমস্যাকে চিহ্নিত করা। সমস্যা নির্ণয় না করে উপসর্গকে সমস্যা ধরে সমাধানের প্রচেষ্টা নেয়াকে বিজ্ঞান সম্মত নয়। সুতরাং বাল্যবিবাহজনিত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বা বাল্যবিবাহ

নিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ/ সংস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে জিআইইউ'র গবেষণা অনুসারে বাল্যবিবাহের কারণসমূহ নিম্নরূপ:

- বিবাহের সহজ পদ্ধতি;
- বিবাহ সম্পাদিত হলে বয়সের কারণে তা কোনভাবে অবৈধ বা বাতিল না হওয়া;
- বিবাহের সময় প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি যাচাই ও সংরক্ষণ না করা;
- বিবাহের একটি বড় অংশ নিবন্ধিত না হওয়া;
- সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত বিবাহ পড়ানোয় সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে সচেতন বা মনিটর না করা;
- এফিডেভিট ও কোর্ট ম্যারেজের বিষয়ে ভুল ধারণা;
- বিবাহকে সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান মনে করা।

তৃতীয় অধ্যায়

বাল্যবিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কার্যক্রম।

বাল্যবিবাহ নিরোধে জিআইইউ এর উদ্ভাবনকে বাস্তরায়নের জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

৩.১ বিবাহ সম্পাদনকারীদের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ

জিআইইউ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সরকারিভাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত নিকাহ রেজিস্ট্রার ব্যতীত সচরাচর যে সকল ব্যক্তিবর্গ বিবাহ পড়িয়ে থাকেন, এরূপ ৬৪,৭৬৪ ব্যক্তির ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছে। সাধারাণত মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জেন, মৌলভি, ঠাকুর, পুরোহিত, ওঝা, ভান্তে, গুরু, শিক্ষক, মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র, চার্চের ফাদার এরা বিবাহ পড়িয়ে থাকেন। এমন ব্যক্তিদের বিভাগভিত্তিক তথ্য নিম্নে দেওয়া হল।

টেবিল ৩.১: সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিদের বিভাগভিত্তিক তথ্যের জেলাভিত্তিক বিভাজন

ক্রঃ নংঃ	বিভাগ	জেলা	নিবন্ধক ব্যতীত বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তি (সংখ্যা)	বিভাগভিত্তিক সংখ্যা	ক্রঃ নংঃ	বিভাগ	জেলা	নিবন্ধক ব্যতীত বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তি (সংখ্যা)	বিভাগভিত্তিক সংখ্যা
১	ঢাকা	ঢাকা	৭৫০	৯১০৩	১৮	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	২৬৫৫	১৩৯২৩
২		নারায়ণগঞ্জ	২৭৭		১৯		কক্সবাজার	৫৯২	
৩		মুন্সিগঞ্জ	১১২৮		২০		কুমিলা	১২২৯	
৪		মাণিকগঞ্জ	১০৬৯		২১		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৪২৮	
৫		গাজীপুর	৩২৭		২২		চাঁদপুর	১৫৯২	
৬		নরসিংদী	২৪৮		২৩		নোয়াখালী	৩০১৯	
৭		টাঙ্গাইল	১৭০২		২৪		লক্ষীপুর	১৪১৫	
৮		কিশোরগঞ্জ	১৯৭৬		২৫		ফেনী	১৫৪৮	
৯		ফরিদপুর	১৫১		২৬		রাঙ্গামাটি	৯২	
১০		রাজবাড়ী	১০১৯		২৭		বান্দরবান	১২৮	
১১		মাদারীপুর	১৬৯		২৮		খাগড়াছড়ি	২২৫	
১২		শরীয়তপুর	১৩৪		২৯	সিলেট	সিলেট	৫২০	২৭৫৯
১৩		গোপালগঞ্জ	১৫৩		৩০		হবিগঞ্জ	৪৮১	
১৪	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	২৭০১	৩৭৮০	৩১		সুনামগঞ্জ	১৪১৪	
১৫		শেরপুর	২৭৮		৩২		মৌলভীবাজার	৩৪৪	
১৬		জামালপুর	৫৪৫						
১৭		নেত্রকোণা	২৫৬						

ক্রঃ নংঃ	বিভাগ	জেলা	নিবন্ধক ব্যতীত বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তি (সংখ্যা)	বিভাগভিত্তিক সংখ্যা	ক্রঃ নংঃ	বিভাগ	জেলা	নিবন্ধক ব্যতীত বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তি (সংখ্যা)	বিভাগভিত্তিক সংখ্যা
৩৩	রাজশাহী	রাজশাহী	২৬৯৮	১৩৫০০	৫১	বরিশাল	বরিশাল	২৪৯	১৫৯২
৩৪		নাটোর	৬৭২		৫২		ঝালকাঠি	২১৩	
৩৫		নওগাঁ	২২৩৪		৫৩		পিরোজপুর	১৯৭	
৩৬		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৫৯১		৫৪		পটুয়াখালী	৪৩০	
৩৭		পাবনা	১৯৩৯		৫৫		ভোলা	৪৫৫	
৩৮		সিরাজগঞ্জ	১৯৯০		৫৬		বরগুনা	৪৮	
৩৯		বগুড়া	১১৩৪		৫৭		রংপুর	২৩০৬	১৫৫৬৩
৪০		জয়পুরহাট	১২৪২		৫৮		লালমনিরহাট	১৫০৩	
৪১	খুলনা	খুলনা	৮৬	৪৭১৬	৫৯		কুড়িগ্রাম	৪৯০	
৪২		সাতক্ষীরা	৭৩৪		৬০		নীলফামারী	২২৭৬	
৪৩		বাগেরহাট	৩২৯		৬১		গাইবান্ধা	৪১২৬	
৪৪		যশোর	১৩১		৬২		দিনাজপুর	২৬৪১	
৪৫		ঝিনাইদহ	৪৯০		৬৩	সিলেট	পঞ্চগড়	১৬২৮	
৪৬		মাগুরা	২৫৯		৬৪		ঠাকুরগাঁও	৫৯৩	
৪৭		নড়াইল	৮৮৬		মোট ৬৪, ৯৩৬ জন				
৪৮		কুষ্টিয়া	৯৬২						
৪৯		মেহেরপুর	৩৩১						
৫০		চুয়াডাঙ্গা	৫০৮						

লেখচিত্র ৩.১: একনজরে সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিদের বিভাগভিত্তিক চিত্র

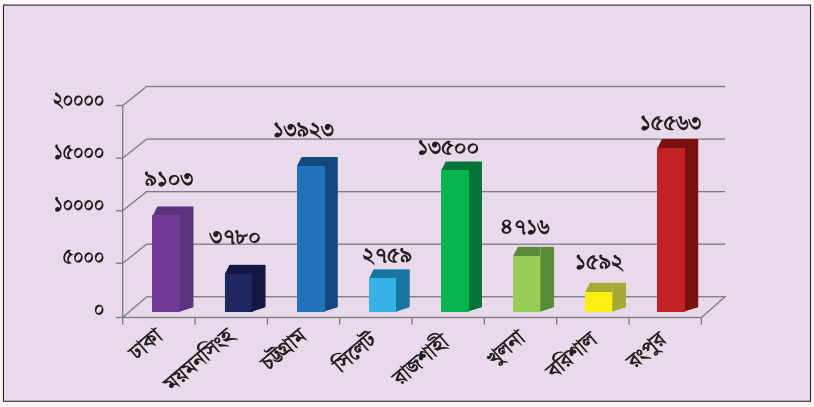

৩.২ প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ সংরক্ষণ

- জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত যারা বিবাহ পড়ান তাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলা ওয়েব পোর্টালে সংরক্ষণ করবেন।
- জেলা/ উপজেলায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা, এনজিও, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারকে এ তথ্য ভান্ডার সম্পর্কে জানাতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণের সময় বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত বিবাহ পড়িয়ে থাকে এরূপ সকলের মোবাইল নম্বর ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্য তথ্যভান্ডারে রাখতে হবে।
- সময়ে সময়ে ডাটাবেজ হালনাগাদ করতে হবে।

৩.৩ ডাটাবেজভুক্তদের প্রশিক্ষণ

জিআইইউ বাল্যবিবাহ নিরোধে ডাটাবেজ ভুক্তদের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে তা পুস্তক হিসাবে প্রকাশ করেছে। এছাড়া, জেলা, উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ডাটাবেজভুক্তদের অর্ধেকের বেশি ব্যক্তিবর্গকে ইতোমধ্যেই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে ৪টি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

ক) জিআইইউ'র উদ্ভাবন সম্পর্কে অবহিতকরণ;
খ) বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ প্রয়োগ কৌশল অবহিতকরণ;
গ) ডাটাবেজ প্রস্তুত ও ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদান;
ঘ) জেলা পর্যায়ের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের দিকনির্দেশনা প্রদান।

৩.৪ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

- পাত্র-পাত্রীর বয়স নিশ্চিত হওয়া
- বিবাহ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ
- পাত্র-পাত্রীর বয়স নিশ্চিত না হয়ে বিবাহস্থলে গমন না করা
- অজুহাত দিয়ে দায় এড়ানো যাবেনা
- যিনি বিবাহ পড়ান বিবাহ নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় তার দায়িত্ব
- বাল্যবিবাহ পরিচালনা ও আইনানুগভাবে বিবাহ না পড়ানোর শাস্তি

৩.৪ (ক) পাত্র-পাত্রীর বয়স নিশ্চিত হওয়া

- ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর বিয়ের জন্য আইনগতভাবে বয়স নির্ধারিত আছে। কোন অবস্থাতেই বর ও কনের এই আইনগত বয়স নিশ্চিত না হয়ে বিয়ে পড়ানো যাবে না।

  "মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন ২০০৯" বিধিমালা ২৩(ক) অনুসারে বয়স নিশ্চিত হবার জন্য:

(১) জন্ম নিবন্ধন সনদ
(২) বর ও কনের জাতীয় পরিচয় পত্র
(৩) জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট
(৪) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সনদ
এর যে কোন একটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করতে হবে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ধারা ১২ অনুসারে বয়স প্রমাণের দলিল

"বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক নারী বা পুরুষের বয়স প্রমাণের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয় পত্র, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট অথবা পাসপোর্ট আইনগত দলিল হিসাবে বিবেচিত হইবে।" এক্ষেত্রে, যিনি বিবাহ পড়ান তাঁকে বিবাহ পড়ানোর আগে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করে পাত্র-পাত্রীর বয়স নিশ্চিত হতে হবে।

- পাত্র-পাত্রীর বিয়ের বয়স নিশ্চিত সংক্রান্ত কাগজপত্রাদিসহ বর-কনের যুগল ছবি/ বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুসারে বর ও কনের বিবাহের ন্যূনতম বয়স যে যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর তার বৈধ জন্ম নিবন্ধন সনদ, ভোটার আইডি কার্ড, এসএসসি বা অন্য অনুমোদিত শিক্ষা সনদ যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া;
- উল্লিখিত যাচাইয়ে সন্তুষ্ট না হলে/ সন্দেহ হলে প্রয়োজনবোধে পাত্র-পাত্রীকে স্থানীয়ভাবে তার পাড়া প্রতিবেশীদের সামনে হাজির করে দৈহিক অবয়ব দেখে বয়স নিশ্চিত হতে হবে;
- অন লাইনে বা প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভায় গিয়ে জন্মসনদ যাচাই করা।

৩.৪(খ) বিবাহ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ

- পাত্র-পাত্রীর ছবিসহ যে সকল কাগজ পত্রের ভিত্তিতে বিবাহ পড়ান হয় তার কপি নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করণ; (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ১২ ধারায় বর্ণিত দলিলাদি)

৩.৪ (গ) পাত্র পাত্রীর বয়স নিশ্চিত না হয়ে বিবাহস্থলে গমন না করা

একটি বিয়ের আয়োজন এক দিনেই সম্পন্ন হয় না। বিয়ের কথাবার্তা শুরু হতে বিয়ে সম্পন্ন পর্যন্ত বেশকিছু ধাপে সময় ব্যয় হয়। সুতরাং যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি বিবাহ পড়ানোর নিমন্ত্রণ গ্রহণের সময়ে পক্ষগণের নিকট হতে পাত্রপাত্রীর জন্মসংক্রান্ত কাগজ পত্র চেয়ে নিয়ে এবং তা যাচাই করে বয়স নিশ্চিত হতে পারেন। অনুষ্ঠানস্থলে গমনের পূর্বেই পাত্র-পাত্রীর জন্ম সংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই করে বয়স নিশ্চিত হলেই তিনি বিবাহ পরাতে রাজি হবেন বা বিবাহস্থলে যাবেন।

৩.৪ (ঘ) অজুহাত দিয়ে দায় এড়ানো যাবে না

- বিবাহস্থলে উপস্থিত হয়ে পক্ষগণের বা প্রভাবশালীদের চাপে কমবয়সী পাত্র-পাত্রীদের বিবাহ পড়াতে বাধ্য হয়েছেন;
- নোটারি পাবলিকের এফিডেভিটের ভিত্তিতে বিবাহ পড়িয়েছেন;

উল্লিখিত ২টি ক্ষেত্রে বিবাহ পড়ালে যিনি বিবাহ পড়িয়েছেন বা পড়াবেন তিনি দায় এড়াতে পারবেন না তা স্পষ্টভাবে প্রশিক্ষণকালে জানিয়ে দিতে হবে।

৩.৪ (ঙ) যিনি বিবাহ পড়ান বিবাহ নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় তার দায়িত্ব

- কোন কারণে বিবাহ নিবন্ধকের অনুপস্থিতিতে কেউ বিবাহ পড়ালে তার দায়িত্ব হচ্ছে বিবাহ পড়ানোর ৩০ দিনের মধ্যে নিবন্ধককে অবহিত করা এবং বর-কনেসহ যে সকল ব্যক্তির বিবাহ নিবন্ধনের জন্য রেজিষ্টারে স্বাক্ষর প্রয়োজন তাদেরসহ বিবাহ নিবন্ধকের নিকট উপস্থিত হয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করা; {১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইনের ৫(১) ধারা} তা জানিয়ে দেওয়া ।

৩.৪ (চ) বাল্যবিবাহ পরিচালনা ও আইনানুগভাবে বিবাহ না পড়ানোর শাস্তি

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর ৯ ও ১১ ধারায় বাল্যবিবাহ পরিচালনাকারীর শাস্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিবার শাস্তি নিম্নরূপ:

> **ধারা ৯: বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিবার শাস্তি-** "কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"

ধারা ১১: বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের জন্য বিবাহ নিবন্ধকের শাস্তি, লাইসেন্স বাতিল।– "কোন বিবাহ নিবন্ধক বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং তাহার লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল হইবে।"

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "বিবাহ নিকন্ধক" অর্থ Muslim Marriages and Divoreces (Registration) Act, ১৯৭৪ (Act No. LII of 1974) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার এবং Christian Marriage Act, 1872 (Act No. XV of 1872), Special Marriage Act, 1872 (Act No III of 1872) ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২, (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধক।

এছাড়া, ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইনের ৫ ধারায় বিবাহ পরিচালনার পর তা নিবন্ধন করার আবশ্যকতা বর্ণিত হয়েছে। এ আইনের ৫(৪) ধারা মতে বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত অন্য কেহ বিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা বা পড়ালে এবং নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে বিবাহ নিবন্ধককে অবহিত করতে ব্যর্থ হলে অথবা ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইনের ৫ ধারার কোন বিধান লঙ্ঘন করলে তাকে ৫(৪) ধারায় অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ৩০০০ (তিন) হাজার টাকা জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যাবে।

৩.৪ (ছ) ডাটাবেজভুক্তদের কার্যক্রম মনিটরিং

তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাগ্রহণ

- জেলা/ উপজেলা থেকে তালিকাভুক্তদের এসএমএস দেওয়া;
- তালিকাভুক্তদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বেই উপজেলায় সংবাদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
- অবস্থাভেদে উপজেলাকে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সাব রেজিষ্ট্রার, সমাজসেবা কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে দিয়ে তালিকাভুক্তদের বিবাহসংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্য মোবাইল ফোনে সংগ্রহ করা।

৩.৪ (জ) অন্যান্য ব্যবস্থা

- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ৪ ধারায় বর্ণিত (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি কোন ব্যক্তি) ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা।
- ইউনিয়ন/ এলাকাভিত্তিক ট্যাগ অফিসার নিয়োগ দেওয়া;
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- বিবাহ অনুষ্ঠান ও নিবন্ধনসংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা;
- অন্য কেহ বাল্যবিবাহ পড়াতে পারে বা বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে এমন কোন সংবাদ পেলে তা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়া বা বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে দ্রুত অবহিত করা;
- বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদেরকে কাজে লাগানো ।

৩.৫ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ৭ ও ৮ ধারায় বাল্যবিবাহের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের শাস্তির নিম্নোক্ত বিধান রয়েছে

ধারা ৭: বাল্যবিবাহ করিবার শাস্তি–

(১) প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৮ এর অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা দণ্ড প্রদান করা হইলে উক্তরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ৮: বাল্যবিবাহ সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতাসহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তি

পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, আইনগতভাবে বা আইনবহির্ভূতভাবে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইয়া বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে কোন কাজ করিলে অথবা করিবার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করিলে অথবা স্বীয় অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩.৬ কর্মশালা আয়োজন

উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ, মাঠ প্রশাসনের ভূমিকাশীর্ষক ২৩টি কর্মশালা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য টেবিল ৩.২ ও ৩.৩ এ দেখানো হলো

টেবিল ৩.২: মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের বিভাজন

ক্রমিক	পদ/ পদবী	সংখ্যা
১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা মোট =	২৬
২	আইন, বিচার বিভাগ, আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৯
৩	মহানিবন্ধক/ রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা	১৫
৪	স্থানীয় সরকার বিভাগ	২০
৫	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা	২৮
৬	ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা	২৭
৭	মহিলাও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা	২৬
৮	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা	৫
	মোট	১৭৬

টেবিল ৩.৩: মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের বিভাজন

ক্রমিক	পদ/ পদবী	সংখ্যা
১	জেলা প্রশাসক মোট =	৪৬
২	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার	৯৫৯
৩	পুলিশ সুপার	৫
৪	জেলা রেজিস্ট্রার	৬৯
৫	জেলা/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	৯৮
৬	উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেসন	৭৩
৭	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	২১
৮	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	২৯
৯	নোটারি পাবলিকার্স অন্যান্য	১৮
১০	সুশিল সমাজের প্রতিনিধি	২২
১১	বিবাহ নিবন্ধক	৩৫
১২	সচারাচার বিবাহ পড়ান এরূপ ব্যক্তি	৩০
	মোট	১৪০৫

৩.৭ জিআইইউ এর উদ্ভাবন বাস্তবায়ন বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা, কর্মশালা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা, নীতি নির্ধারণী সভা ছাড়াও জুলাই ২০১৬ হতে মার্চ ২০১৭ সময়কালে দেশের ৬৪টি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং ২০০ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের সাথে জেলাভিত্তিক বাল্যবিবাহ নিরোধ কৌশল ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা এ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে এ পর্যালোচনা সভা একাধিকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ ছাড়া ই-মেইল ও টেলিফোন এর মাধ্যমে জেলা-উপজেলার সাথে অব্যাহত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

উপরন্তু, আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণে মহাপরিচালক, জিআইইউ জনাব মোঃ আবদুল হালিম দেশের সকল জেলায় মতবিনিময় সভা করেন। মতবিনিময় সভার বিস্তারিত বিবরন টেবিল ৩.৪ এ দেওয়া হলো।

টেবিল ৩.৪: আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণে মহাপরিচালক মোঃ আবদুল হালিম কর্তৃক মার্চ/ ২০১৪ হতে এপ্রিল/ ২০১৭ পর্যন্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং:	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	অংশীজনের নাম	যে সব বিষয়ে মতবিনিময় করেন	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	মেহেরপুর	মুজিবনগর	জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যবর্গ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জেলা তথ্য কর্মকর্তা, জেলা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা রেজিষ্ট্রার, উপপরিচালক, সমাজসেবা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপ-পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সকল উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, পৌরসভার মেয়র/ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, জেলার সকল সাব-রেজিষ্ট্রার, নোটারি পাবলিক, জেলার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন (ডাটাবেজে নাম অন্তর্ভুক্ত) এমন ১০/১২ জন হিন্দু, মুসলমান ও নৃতাত্ত্বিক ব্যক্তি এবং বিবাহ নিবন্ধক ৪/৫ জন এর সাথে	জনবান্ধব সিটিজেনস চার্টার প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন, নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানী এবং আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান নিশ্চিতকরণ	৮০+১০০০০ = ১০০৮০ মেহেরপুর ষ্টেডিয়ামে বিরাট জনসভায় মত বিনিময়।	জিআইইউ এর উদ্ভাবন বাস্তবায়ন বিষয়ে এই জেলায় এক/ একাধিকবার মতবিনিময় সভা করেছেন
২	ঝিনাইদহ		ঐ	ঐ	৭৫	ঐ
৩	কুষ্টিয়া		ঐ	ঐ	৮৫	ঐ
৪	ভোলা	১টি বাদে সব	ঐ	ঐ	৭৫০	ঐ
৫	ঝালকাঠি		ঐ	ঐ	৫৭০	ঐ
৬	চাপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	ঐ	ঐ	২৭০	ঐ
৭	পিরোজপুর		ঐ	ঐ	৬১০	ঐ
৮	পটুয়াখালি	বাউফল রাংগাবালী দশমিনাবাদে	ঐ	ঐ	৩৫০	ঐ

ক্রঃ নংঃ	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	অংশীজনের নাম	যে সব বিষয়ে মতবিনিময় করেন	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	মন্তব্য
৯	চুয়াডাঙ্গা		ঐ	ঐ	১৬০	ঐ
১০	ময়মনসিংহ		ঐ	ঐ	৮০	ঐ
১১	শরিয়তপুর		ঐ	ঐ	৫০	ঐ
১২	কিশোরগঞ্জ		ঐ	ঐ	১৫০	ঐ
১৩	নারায়ণগঞ্জ		ঐ	ঐ	৭০	ঐ
১৪	নেত্রকোনা	দূর্গাপুর মোহনগঞ্জ	ঐ	ঐ	১৮০	ঐ
১৫	মানিকগঞ্জ		ঐ	ঐ	১০৫	ঐ
১৬	মুন্সিগঞ্জ		ঐ	ঐ	৫০	ঐ
১৭	শেরপুর		ঐ	ঐ	৬০	ঐ
১৮	ফরিদপুর		ঐ	ঐ	১৬০	ঐ
১৯	দিনাজপুর		ঐ	ঐ	৬০	ঐ
২০	নটোর		ঐ	ঐ	৫০	ঐ
২১	বগুড়া		ঐ	ঐ	২৯০	ঐ
২২	ফেনী		ঐ	ঐ	২০০	ঐ
২৩	সুনামগঞ্জ	ছাতক, ধীরাই	ঐ	ঐ	১৬০	ঐ
২৪	রাঙ্গামাটি		ঐ	ঐ	২৯০	ঐ
২৫	যশোর		ঐ	ঐ	৫৮০	ঐ
২৬	ঠাকুরগাঁও		ঐ	ঐ	৬০	ঐ
২৭	পঞ্চগড়		ঐ	ঐ	৭৫	ঐ
২৮	বরিশাল			ঐ	৪৪০ (ডিজিটাল ফেয়ারসহ)	ঐ
২৯	বরগুনা		ঐ	ঐ	৬৯০	ঐ
৩০	জামালপুর	তেতুলিয়া	ঐ	ঐ	১২০	ঐ
৩১	সিরাজগঞ্জ		ঐ	ঐ	৬০	ঐ
৩২	টাংগাইল		ঐ	ঐ	১৫০	ঐ
৩৩	নোয়াখালী		ঐ	ঐ	৬০	ঐ
৩৪	চাঁদপুর		ঐ	ঐ	৬৫	ঐ
৩৫	রংপুর		ঐ	ঐ	৪৬০	ঐ
৩৬	গাজীপুর		ঐ	ঐ	৬০	ঐ
৩৭	নওগাঁ	৩টি	ঐ	ঐ	৪৩৫	ঐ
৩৮	পাবনা		ঐ	ঐ	৬৫	ঐ
৩৯	মাগুরা	শ্রীপুর	ঐ	ঐ	১২০	ঐ
৪০	নড়াইল	কালিয়া	ঐ	ঐ	১২৫	ঐ
৪১	রাজবাড়ী		ঐ	ঐ	১৩০	ঐ
৪২	সিলেট	৩টি	ঐ	ঐ	২২৫	ঐ

ক্র: নং:	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	অংশীজনের নাম	যে সব বিষয়ে মতবিনিময় করেন	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	মন্তব্য
৪৩	ঢাকা	দোহার	ঐ	ঐ	১২০	ঐ
৪৪	নরসিংদী	পলাশ	ঐ	ঐ	১৮৫	ঐ
৪৫	চট্টগ্রাম		ঐ	ঐ	১২০	ঐ
৪৬	কক্সবাজার		ঐ	ঐ	২১০	ঐ
৪৭	রাজশাহী		ঐ	ঐ	২১০	ঐ
৪৮	খুলনা		ঐ	ঐ	২১০	ঐ
৪৯	বাগেরহাট		ঐ	ঐ	১২০	ঐ
৫০	মৌলভীবাজার		ঐ	ঐ	১২০	ঐ
৫১	হবিগঞ্জ		ঐ	ঐ	১৪০	ঐ
৫২	মাদারীপুর		ঐ	ঐ	১২০	ঐ
৫৩	লালমনিরহাট		ঐ	ঐ	১২০	ঐ
৫৪	নীলফামারী		ঐ	ঐ	১২০	ঐ
৫৫	জয়পুরহাট		ঐ	ঐ	১৪০	ঐ
৫৬	গাইবান্ধা		ঐ	ঐ	২১০	ঐ
৫৭	সাতক্ষীরা		ঐ	ঐ	২৮০	ঐ
৫৮	খাগড়াছড়ি		ঐ	ঐ	১৮০	ঐ
৫৯	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া		ঐ	ঐ	১৪০	ঐ
৬০	বান্দরবান		ঐ	ঐ	২১০	ঐ
৬১	লক্ষীপুর		ঐ	ঐ	২১০	ঐ
৬২	কুমিলা		ঐ	ঐ	১৪০	ঐ
৬৩	কুড়িগ্রাম		ঐ	ঐ	৫০	ঐ
৬৪	গোপালগঞ্জ		ঐ	ঐ	১২০	ঐ
				সর্বমোট = ২৬,২৬৫ জন		

চতুর্থ অধ্যায়

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর হতে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর নির্দেশনা মতে বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহ

৪.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বিবাহ নিবন্ধকদের নির্ধারিত কর্মস্থল না থাকায় অনেকক্ষেত্রে তারা সাধারণ জনগণের অগোচরে কাজ করে থাকে এবং তাদের কার্যক্রম দৃশ্যমান হয় না এতে তারা বিভিন্ন রকমের অনিয়ম করার সুযোগ পান মর্মে বাল্যবিবাহ নিরোধে কর্মরত অনেক সংস্থা ধারণা করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তারা বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় প্রকাশ্য স্থানে নিয়ে আসার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে। এ প্রেক্ষাপটে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ জেলা প্রশাসকগণকে বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরের নির্দেশ প্রদান করে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এ উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ২৫৪২ জন বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে স্থানান্তর করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৭)। আরও বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.২ আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(ক) নোটারি পাবলিকগণ এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে বা তালাক পড়াতে বা নিবন্ধন করতে পারেনা

নোটারি পাবলিক এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে বা তালাক পড়াতে বা নিবন্ধন করতে পারেনা এ বিষয়টি জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিতকরণের জন্য এ ইউনিটের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগ নির্দেশনা জারি করে (পরিশিষ্ট-৫)। এতে নোটারী পাবলিক কতৃক পাত্র-পাত্রীর কেবলমাত্র একটি ঘোষণা সম্বলিত এফিডেভিটের মাধ্যমে তথাকথিত বিয়ে পড়ানো হচ্ছে, যা আইনে মোটেও স্বীকৃত নয় বিধায় নোটারী পাবলিকগণকে এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে/ তালাক পড়াতে বা নিবন্ধন না করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) মুসলিম ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকগণকে অধিক্ষেত্রের মধ্যে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ

উল্লিখিত বিষয়ে এ ইউনিটের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল জেলা রেজিস্ট্রারকে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছে।

মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯ এর ১৩ বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারকে নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৩ এর ১০ বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি হিন্দু বিবাহ নিবন্ধককে নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উভয় বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রিকরণ অসদাচরণের সামিল এবং উহা নিবন্ধন বাতিলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং মুসলিম নিকাহ রেজিষ্ট্রার ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকগণ যাতে অধিক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন করতে না পারে সে ব্যাপারে সকল নিকাহ রেজিষ্ট্রার ও বিবাহ নিবন্ধককে জ্ঞাত করাতে ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সকল জেলা রেজিষ্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪)।

(গ) কাবিননামায় সিল দিয়ে নিকাহ রেজিষ্ট্রার দায় এড়াতে পারে না

পক্ষ গণ মিথ্যা তথ্য দিলে নিকাহ রেজিষ্ট্রার দায়ী নয় মর্মে কোন লেখা বা সিল নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারগণ ব্যবহার না করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সকল জেলা রেজিষ্ট্রারগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪)।

(ঘ) নিবন্ধিত বিবাহের তথ্য সংগ্রহ

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা ২০০৯ এর ৩৮ বিধিতে প্রতি বছরে নিবন্ধিত বিবাহের তথ্য জেলা রেজিষ্ট্রার কর্তৃক মহানিবন্ধক, নিবন্ধন অধিদপ্তরকে প্রদান ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অনুলিপি প্রদানের বিধান রয়েছে। মহানিবন্ধক, নিবন্ধন অধিদপ্তর সকল জেলার তথ্য একীভূত করে সারা বাংলাদেশের বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্য আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে এ বিধিটি আক্ষরিক ভাবেই কার্যকর করতে সচেষ্ট রয়েছে।

জিআইইউ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের সকল জেলায় সম্পাদিত মোট বিবাহের তথ্য সংগ্রহ করেছে। টেবিল ৪.১ এ ২০১৩ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত জেলাভিত্তিক মোট সম্পাদিত বিবাহ ও মোট নিবন্ধনকৃত বিবাহের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে।

টেবিল ৪.১: ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে জেলাভিত্তিক মোট বিবাহের ও রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহের সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র

ক্রঃ নংঃ	জেলার নাম	২০১৩ সম্পাদিত বিবাহের সংখ্যা		২০১৪ সম্পাদিত বিবাহের সংখ্যা		২০১৫ সম্পাদিত বিবাহের সংখ্যা	
		বিবিএস * (মোট বিবাহের সংখ্যা)	আইন মন্ত্রণালয় (নিবন্ধনকৃত বিবাহের সংখ্যা)	বিবিএস (মোট বিবাহের সংখ্যা)	আইন মন্ত্রণালয় (নিবন্ধনকৃত বিবাহের সংখ্যা)	বিবিএস (মোট বিবাহের সংখ্যা)	আইন মন্ত্রণালয় (নিবন্ধনকৃত বিবাহের সংখ্যা)
১	বরগুনা	১৩৮৪৫	৬৬৮১	১৪০৪০	৭২৬৪	১৪৩৫৫	৭৩৭২
২	বরিশাল	৮৯২৪৭	১৩০৬৯	৮০৩৫২	১৬৪০৪	৮২০০৫	১৫৪৯৫
৩	ভোলা	৩১০৯৮	৭৫০৪	৩৪৭৭৬	৭৭০০	৩৪১৫৫	৮৪৯০
৪	ঝালকাঠি	১০৮৬৩	৪৪৯৫	১৭৪৯৬	৪৬৯২	১৬০০৫	৪৭২৪
৫	পটুয়াখালী	২৬৬২৫	৯২৩৩	৩৩২৬৪	৯৬৬৩	২৬৮৯৫	১০০৩১
৬	পিরোজপুর	২২৩৬৫	৮৩৩৩	৩০২৪০	৮৫১২	২৭২২৫	৬৩২০
৭	বান্দরবন	৫১১২	১০৩৮	৪৩২০	১১৫০	৫৬১০	১১১২
৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩০২৪৬	৯৭৭০	৩২৬১৬	১৮৯১২	৩৬৬৩০	১৯২১১
৯	চাঁদপুর	২৪৯২১	১৩৮৫৬	৩০০২৪	১৩৯৭৪	৩১৫১৫	১২৬৮০
১০	চট্টগ্রাম	৯৯৮৯৭	৮৮৮১৩	৮৪২৪০	৯০৫৬১	৮৯৯২৫	৯৫১৫
১১	কুমিল্লা	৫৫৩৮০	৩০০৯৬	৬৬৯৬০	৩১৬৮৯	৬৭১৫৫	৩৭৫১১
১২	কক্সবাজার	১৮৩১৮	১৮৮২৯	২৬৭৮৪	১৮৬৯৭	১৫৬৭৫	১৬৯৭৭
১৩	ফেনী	১২৯৯৩	১২৮০২	১৪৯০৪	১২৫৯৩	১৭৩২৫	১২২৫৩
১৪	খাগড়াছড়ি	১০৬৫০	১২০৫	৯৭২০	১১৫৭	৯৭৩৫	১৭৯৬
১৫	লক্ষ্মীপুর	১৫৩৩৬	৬২০৩	১৩১৭৬	৬০৫০	১৯৯৬৫	১৪৭৫০
১৬	নোয়াখালী	২৫১৩৪	২৭৪২৫	৩২৬১৬	২৮৫৫১	৩৮৬১০	২৭৩৮৫
১৭	রাঙামাটি	১৩২০৬	১৪০৪	৭৩৪৪	১৪৫৭	৫৯৪০	১৪৯৬
১৮	ঢাকা	১২৩৭৫৩	৩৪৩৭৯	৪৬২২৪	৩৪৪৯৭	৫৪২৮৫	৩৫০১০
১৯	ফরিদপুর	১৫৯৭৫	৮৯৬১	১৯৬৫৬	৮৭৮৯	২৬৫৬৫	৯৯৪৭
২০	গাজীপুর	২৭৬৯০	১৪৩৬৯	১৮৭৯২	১৬৬৮২	১৭৪৯০	১৬৭১৬
২১	গোঁপালগঞ্জ	৬৮১৬	৩৩৮৩	১০৫৮৪	৩৫৫৯	১৬৯৯৫	৩৭৫৩
২২	জামালপুর	৩০৬৭২	১১৯৬৮	৩০০২৪	১১৩২৬	২৫৫৭৫	১০৬৩১
২৩	কিশোরগঞ্জ	২৩৮৫৬	২০৫১৭	২৯৫৯২	২০৮০২	৩১৫১৫	১৮৩২৭
২৪	মাদারীপুর	১১০৭৬	৪৮৭৭	১৮৭৯২	৪৭৪৫	১০৭২৫	৪৮৯০
২৫	মানিকগঞ্জ	১৩৮৪৫	৬১২৫	১২৯৬০	৫৮৯২	১৩৮৬০	৪৭৯২
২৬	মুন্সিগঞ্জ	১২৭৮০	৯৩৭৩	১০৮০০	৯২৯৭	১২০৪৫	৮৮৭৫
২৭	ময়মনসিংহ	৪৩৮৭৮	২১৬২২	৪৫৫৭৬	২৮২৪৯	৫০৯৮৫	৩১৯৪৮
২৮	নারায়ণগঞ্জ	৩০৪৫৯	৯২৩৭	২৪৬২৪	৯৮৬৭	২৭৭২০	৯৯৪১
২৯	নরসিংদী	১৭২৫৩	৭৭৭৫	২৭২১৬	৮১৩৪	২২৪৪০	৮৫৮৭
৩০	নেত্রকোনা	১৭২৫৩	৯৩৭২	১৯০০৮	৯৩৬৪	৩৩৬৬০	৯০২৫
৩১	রাজবাড়ী	৮৭৩৩	৬৫৪৫	১২০৯৬	৬৭২২	১৫৩৪৫	৭৬৯৬
৩২	শরিয়তপুর	৯৩৭২	১১৫৯৮	১৪০৪০	১৪৫৬৮	১৬৫০০	৬৬৮৩
৩৩	শেরপুর	৮৫২০	৬৪৬৮	১১৪৪৮	৮৫৩০	১০৩৯৫	৬৩০৪

ক্রঃ নংঃ	জেলার নাম	২০১৩ সম্পাদিত বিবাহের সংখ্যা		২০১৪ সম্পাদিত বিবাহের সংখ্যা		২০১৫ সম্পাদিত বিবাহের সংখ্যা	
		বিবিএস (মোট বিবাহের সংখ্যা)	আইন মন্ত্রণালয় (নিবন্ধনকৃত বিবাহের সংখ্যা)	বিবিএস (মোট বিবাহের সংখ্যা)	আইন মন্ত্রণালয় (নিবন্ধনকৃত বিবাহের সংখ্যা)	বিবিএস (মোট বিবাহের সংখ্যা)	আইন মন্ত্রণালয় (নিবন্ধনকৃত বিবাহের সংখ্যা)
৩৪	টাংগাইল	৪১৯৬১	১৯৪০০	৩৭৮০০	১৯৩৭৯	৪৩০৬৫	১৬৮৮১
৩৫	বাগেরহাট	১৫১২৩	৯৩৯৪	২২৬৮০	৯৫২০	১৭৮২০	৮৩১৯
৩৬	চুয়াডাঙ্গা	১৫৫৪৯	৭০০৩	১৭০৬৪	৬৪৯১	১৮৩১৫	৫৮৯২
৩৭	যশোর	৩৮৫৫৩	১৪৮৯০	৩৫২০৮	১৫১৮৩	৩৩৩৩০	১২২৭০
৩৮	ঝিনাইদাহ	২৬৬২৫	৪৯৫২	২৫৪৮৮	৫০২০	২১৯৪৫	৫৮৩২
৩৯	খুলনা	৬৮৩৭৩	১৪৪৪৮	৬২২০৮	১৪৬৭৬	৫৩৯৫৫	১৪২৯৩
৪০	কুষ্টিয়া	২৬৬২৫	১৭২৩০	২৯১৬০	১৭২০৬	৩৩৩৩০	১৩৯৯১
৪১	মাগুরা	১২৯৯৩	৫২৭৫	১৯০০৮	৫০৫২	১৫৩৪৫	৪৫৮৯
৪২	মেহেরপুর	৮৫২০	২০৭২	৬৬৯৬	২০২৬	৯২৪০	১৬৭৮
৪৩	নড়াইল	৬৬০৩	৩৬১৭	৯৭২০	৩৫০৭	৮০৮৫	৩২৫৫
৪৪	সাঁতক্ষিরা	২৪২৮২	৯৯৩০	৩৫৪২৪	১০৩৪৪	৩২৮৩৫	৮৪৪১
৪৫	বগুড়া	৪৪৩০৪	১৮৯৬৮	৫৬৮০৮	২১১০৩	৫৮২৪৫	২২৩০৪
৪৬	জয়পুরহাট	৮৯৪৬	৪৫২৪	১৩৩৯২	৪৪৮৫	১৪০২৫	৬০৬০
৪৭	নঁওগা	৩৫৯৯৭	১২৮২৫	৩৯৫২৮	১৩২৮০	৩৭৬২০	৭৮৯০
৪৮	নাটোর	২৪০৬৯	৭০৫০	১৯৮৭২	৭৮৭৭	২০২৯৫	৫২৮৩
৪৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৫৭৭৩	১৩১৩১	২৬১৩৬	১৪৮৮৪	৩২৩৪০	১৪৫৩২
৫০	পাবনা	৩২৫৮৯	১৯৮২৬	৩৩৬৯৬	২১৭২৭	৩৫৬৪০	১৯৯৪১
৫১	রাজশাহী	৮০৩০১	১৬৮৫১	৮৭২৬৪	১৬২১২	৯৮৮৩৫	১৫৬৬১
৫২	সিরাজগঞ্জ	৩৩০১৫	১৭১২১	৪৬৬৫৬	১৬৫২৪	৪৪৮৮০	১৬৮২৮
৫৩	দিনাজপুর	৪১১০৯	১৮০২১	৪২৯৮৪	১৫০৭৪	৪৯৬৬৫	১৫০২০
৫৪	গাইবান্ধা	৩৩২২৮	১৫৯৬৭	৩৫২০৮	১৫৭০৫	৩৪৪৮৫	১৫০২০
৫৫	কুঁড়িগ্রাম	২৮৯৬৮	১৪৬০০	২৯১৬০	১৪১০৭	৩০১৯৫	৫৩৫৫
৫৬	লালমনিরহাট	১৩২০৬	৪৮৮৯	১৫৫৫২	৫০৮০	১৮১৫০	৪৪৩২
৫৭	নীলফামারী	১৯১৭০	৮৯১০	৩৬০৭২	৭৯৯০	২৬৮৯৫	৫৩৪০
৫৮	পঞ্চগড়	১৪০৫৮	৬৭৬৮	১৪২৫৬	৫৭৫০	১৬৯৯৫	৫৭০৯
৫৯	রংপুর	৭৯৬৬২	৩৫০০	৮৩১৬০	৩৭১৫০	৯০৭৫০	৬১৭৫
৬০	ঠাকুরগাঁও	১৭৬৭৯	৪১৩৮	১৯৬৫৬	৩৫৫৮	২১৭৮০	৩৯৫৬
৬১	হবিগঞ্জ	৩৬৬৩৬	১৩১৩৮	২৮০৮০	১৩৬১০	৩৫৯৭০	১৩৯৪৩
৬২	মৌলভীবাজার	৩০৪৫৯	৯০১০	২১৮১৬	৯১৮০	৩৩০০০	১০৮৪৬
৬৩	সুনামগঞ্জ	৩৩৮৬৭	৩৪৮৪	৪২৩৩৬	৩১৩৬	৩০০৩০	১৩৬৭০
৬৪	সিলেট	৯২৪৪২	২১৮৩৮	৬৯৯৮৪	২৩৫৭৯	৭৮২১০	১৭৪৯৩
	বাংলাদেশ	**১৯১৭৮৫২**	**৭৮৯৯৯৫**	**১৯৪৬৩৭৬**	**৮৫৮৪৬৪**	**২০২০০৯৫**	**৭২১১৪২**

* বিবিএস– বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
(Bangladesh Bureau of Statistics)

৪.৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা সমমানের প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ পড়িয়ে থাকে। স্বীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশনা পেলে তারা আইনানুগভাবে বিবাহ পড়াতে ও নিবন্ধন করাতে উদ্বুদ্ধ হবে মর্মে এ ইউনিট বিভিন্ন অংশীজনের নিকট থেকে পরামর্শ পেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় শিক্ষক, কর্মচারীগণকে বিবাহ পড়ানোয় নিরুৎসাহিত করা এবং একান্তই পড়ালে বর-কনের ন্যূনতম বয়স নিশ্চিত হয়ে বিয়ে পড়ানো, কাগজপত্র সংরক্ষণ এবং নিবন্ধনের ব্যবস্থা করতে হবে মর্মে নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারি করেছে (পরিশিষ্ট-৮)।

৪.৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো নিরুৎসাহিত করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। তথাপি ক্ষেত্র বিশেষে বিয়ে পড়ানো আবশ্যক হলে আইনে নির্ধারিত পাত্র-পাত্রীর ন্যূনতম বয়স নিশ্চিত হয়ে বিয়ে পড়াতে, কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে এবং বিবাহ নিবন্ধনের বিষয়টিও তাকে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৯)।

৪.৫ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন

নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নন মসজিদের এমন ইমাম/ মোয়াজ্জেনকে বিবাহ পড়াতে নিরুৎসাহিত করে পত্র জারি করা হয়েছে। একই সাথে জুমার খুতবার পূর্বে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক ও বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য প্রদানের জন্য ইমামগণকে প্রশিক্ষণকালে পরামর্শ প্রদানের জন্য জেলা উপজেলা পর্যায়ের ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্মকর্তাদের পত্র প্রদান করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১৩)।

৪.৬ তথ্য মন্ত্রণালয়

বাল্যবিবাহ নিরোধ ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত আছে। এছাড়া বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও বেতারে এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্যচিত্র/ অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ২টি ডকুড্রামা গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রচার করেছে (পরিশিষ্ট-১১)।

৪.৭ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে এ মন্ত্রণালয় থেকে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে আধা সরকারি পত্র প্রদান করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির কার্যপরিধিতে বাল্যবিবাহ রোধকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ডাটাবেজভুক্তদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচিভুক্ত করে সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়া জিআইইউ'র নির্দেশনার আলোকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত মাসিক তথ্য সংগ্রহ করছে।

অধিকন্তু, '**Girls not Bride**' এ শ্লোগানসহ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এ মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম জোরদার করেছে।

৪.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ডাটাবেজভুক্তদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারি করেছে (পরিশিষ্ট-২)।

৪.৯ জেলা প্রশাসন/ উপজেলা প্রশাসন

জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সহ নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রচারনা চালানো হচ্ছে। ২০১৩-২০১৫ সালে ৮টি বিভাগে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা এবং বছর ভিত্তিক প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা যথাক্রমে লেখচিত্র ৪.১ ও ৪.২ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ৪.১: ২০১৩- ২০১৬ সালে বাংলাদেশে প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা

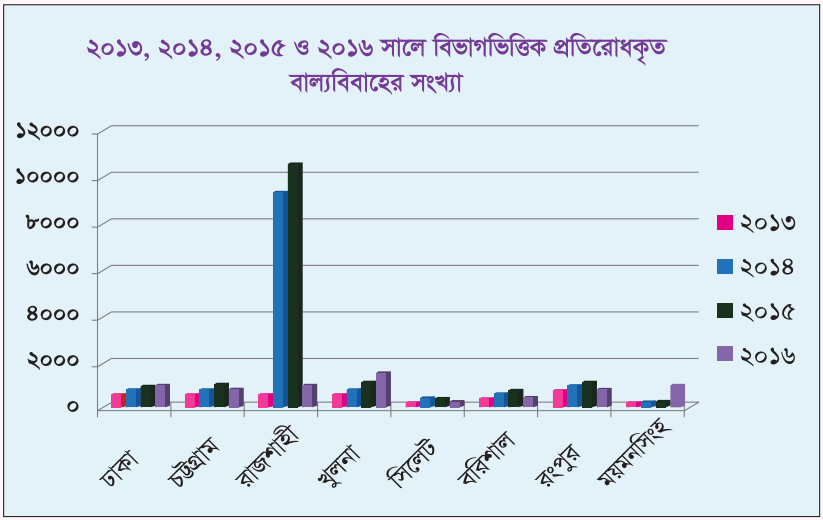

লেখচিত্র ৪.২: বছরভিত্তিক প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা

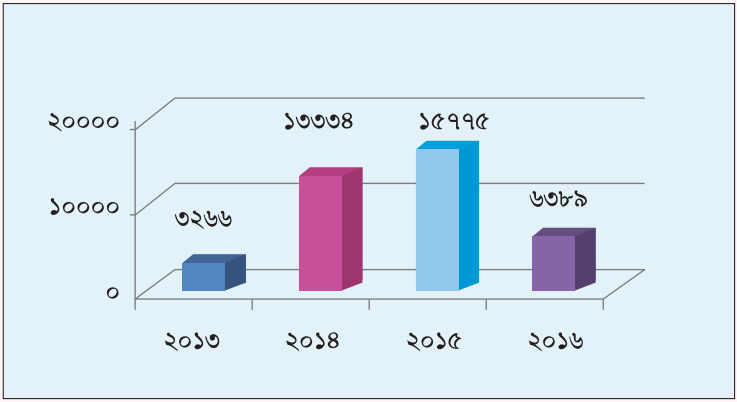

পঞ্চম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

৫.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ জাতীয় ভাবে বাল্যবিবাহ নিরোধ তথা শতভাগ বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সম্পৃক্ত থাকলেও মূলত মাঠ প্রশাসনের সক্ষমতার উপরে এর বাস্তবায়ন নির্ভর করে। সরকারের সংস্কার ধর্মী কাজ বাস্তবায়ন ও সংস্কারের সুফল জনগণের নিকট পোঁছাতে গিয়ে জিআইইউ'র গোচরে এসেছে যে ফলাফলকে বিবেচনায় নিয়ে কর্মসম্পাদনের সংস্কৃতি গণখাতে সম্প্রতি প্রবর্তিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ফলাফল ভিত্তিক কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা চালু হওয়ার পথে। কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তদের সামনে উদ্দেশ্য পরিস্ফুটিত না থাকলে ইপ্সিত ফলাফল অর্জন দুরূহ। বাল্যবিবাহ নিয়ে উদ্ভাবনী উপায়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে বাল্যবিবাহ রোধের সাথে জড়িতরা স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে বিদ্যমান বাল্যবিবাহের হার এবং তা কোন পর্যন্ত কমাতে হবে সে সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা নেই। বাংলাদেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি (২০১৫ সালে ৭১%), দারিদ্র্য ব্যাপক হারে হ্রাস (২০১৪ সালে ২৪.৮%), মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি তথা ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। অথচ কোন প্রকার গবেষণা ছাড়াই এখনো দারিদ্র্য, শিক্ষা, নিরাপত্তাহীনতা, অসচেতনতাকে বাল্যবিবাহের উচ্চ হারের জন্য দায়ী করে তা সমাধানে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। গতানুগতিক ও মুখস্ত এ ধারণা থেকে বেরিয়ে বাল্যবিবাহের জন্য চিহ্নিত কারণ নিরসনের কৌশল এ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় উঠে এসেছে ।

মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর, কম বয়সে মেয়েদের বিবাহ হলে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব, তাদের ক্ষেত্রে শিশু মৃত্যুর হার বেশী, বিভিন্ন জরিপ অনুসারে এ সকল বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ জানে। এ সকল ক্ষেত্রে পাকিস্তান বা ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে এ দেশের মানুষের জানার বা জ্ঞানের পরিধি অনেক বড়। তা সত্ত্বেও তারা কন্যা সন্তানকে অবলীলায় বাল্যবিবাহে বাধ্য করছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জনসাধারণ বাল্যবিবাহ বিষয়ে জানেনা বা সচেতন নয় সেটি বড় সমস্যা নয়, বরং এখানে মুখ্য সমস্যা হচ্ছে তারা জানে কিন্তু মানেনা। সুতরাং বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বাল্যবিবাহ নিরোধের কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে আইন মানানোকে মুখ্য এবং সচেতনতা বৃদ্ধিকে গৌণ হিসাবে ধরতে হবে। এ কৌশলের উপর ভিত্তি করেই মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর সংস্থা/ মাঠ প্রশাসন ও এ ক্ষেত্রে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার চলমান কর্মকৌশল পরিবর্তনে

জিআইইউ প্রভাবকের (catalyst) ভূমিকা পালন করছে ।

৫.২ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরসনে এ ইউনিট তিনটি পর্যায়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের কৌশল গ্রহণ করেছে।

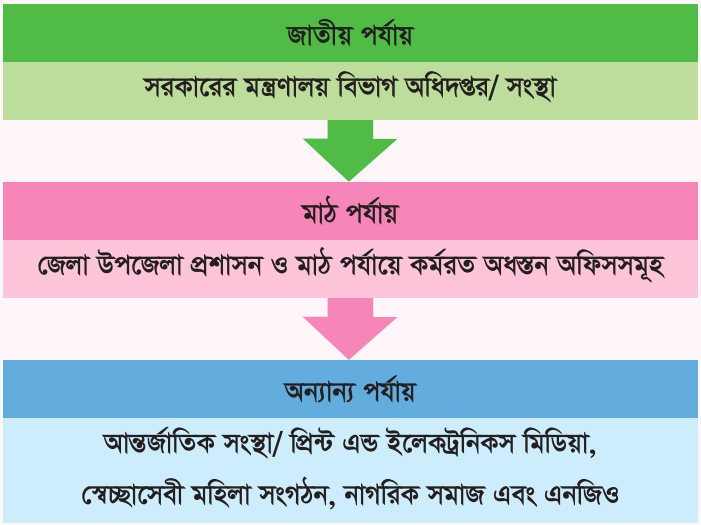

এ কৌশল বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংযুক্ত দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের অধস্তন অফিসসমূহ-

ক) জাতীয় পর্যায়-

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(২) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, নিবন্ধন অধিদপ্তর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

খ) মাঠ পর্যায়- জেলা, উপজেলা প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট অধস্তন অফিসসমূহ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা রেজিষ্ট্রার, উপ পরিচালক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, উপ পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সাব রেজিষ্ট্রার, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, বিবাহ নিবন্ধক ও সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গ।

গ) অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থা- আন্তর্জাতিক সংস্থা/ প্রিন্ট এন্ড ইলেকট্রনিকস মিডিয়া, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন, সুশীল সমাজ এবং এনজিও ।

৫.৩ উদ্ভাবনী উপায়ে বাল্যবিবাহ নিরোধে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর সংস্থার করণীয় বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নিম্নে তুলে ধরা হল।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	কার্যক্রম/ বিষয়
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১। বাল্যবিবাহ নিরোধে জিআইইউ এর নির্দেশনার আলোকে তৈরিকৃত জেলার মডেল কর্মপরিকল্পনাকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিভুক্ত করা; ২। জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা মাসিকভাবে অনুষ্ঠান ও সে সভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রমের অগ্রগতি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জিআইইউ প্রণীত মডেল পরিকল্পনার আলোকে পর্যালোচনা নিশ্চিত করা; ৩। ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম জোরদারকরণ।
আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন	৪। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধক আইন ১৯৭৪ এর ৩ ধারা মতে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ও প্রতিটি বিবাহকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার কার্যকর কৌশল নির্ধারণ ও তদানুসারে বিবাহ নিবন্ধকদের দায়িত্ব নির্ধারণ; ৫। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন ১৯৭৪ কে মোবাইল কোর্টের তফশিলভুক্ত করা; ৬। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সকল সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যক্রমের বিশেষ তদারকি কার্যক্রম গ্রহণ করা; ৭। জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারদের বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যক্রম তদারকি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; ৮। জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রারদের বিবাহ নিবন্ধক গণের কার্যালয় পরিদর্শন বৃদ্ধি করা; ৯। কাবিননামা রেজিস্ট্রার বা রেজিস্ট্রারের পাতার বৈধ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	কার্যক্রম/ বিষয়
আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন	১০। সকল নিকাহ নিবন্ধকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ২০১৮ সালের মধ্যে নিশ্চিত করা। আইন মন্ত্রনালয় এক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন এনজিওদের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে; ১১। কাবিননামায় বর কনের যুগল ছবি সংযুক্তির ব্যবস্থা করা; ১২। কাবিননামায় বিবাহের তারিখ লিখার কলাম সংযোজনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; ১৩। নিকাহ/ বিবাহ নিবন্ধকদের সহকারিদের দায়িত্ব সুনিশ্চিত করে নির্দেশনা জারি; ১৪। বিবাহের প্রাক্কালে বিবাহ নিবন্ধকের উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে নির্দেশনা জারি; ১৫। বিবাহ যারা পড়ান তাদের সাথে বিবাহ নিবন্ধকের সম্পর্ক নির্ধারণ করা; ১৬। ১০০% বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ টার্গেটকে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিভুক্ত করা; ১৭। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন অনুসারে ১০০% বিবাহের নিবন্ধন ২০১৮ সালের মধ্যে নিশ্চিত করণ। ১৮। মন্ত্রণালয়ের বিবাহ নিবন্ধন সংক্রান্ত অধিশাখাকে ১০০% বিবাহ নিবন্ধনের লক্ষ্যে একটিভ করা; ১৯। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৯ এর ৩৮ ধারা মতে জেলা রেজিস্ট্রারগণ আইন মন্ত্রণালয়ে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রেরণ নিশ্চিত করা।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের ডাটাবেজভূক্ত ব্যক্তিবর্গকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	কার্যক্রম/ বিষয়
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২১। বাল্যবিবাহ নিরোধে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মামলা দায়েরের ক্ষমতা দেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ; ২২। আইনানুগভাবে বিবাহ সম্পাদন ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা চালানো; ২৩। বাল্যবিবাহ নিরোধে মামলা দায়ের ও প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার মনিটরিং করা; ২৪। সন্তানদের বাল্যবিবাহ প্রদান থেকে বিরত রয়েছে এমন অভিভাবককেম বিভিন্ন সরকারি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা; ২৫। বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জেলা ও উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিতের জন্য জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যক্রম মনিটর জোরদার করা; ২৬। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিতে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকে অন্তর্ভুক্ত করা; ২৭। অসহায়, দরিদ্র ও বাল্যবিবাহের শিকার হতে পারে এমন মেয়ে শিশুদের বিশেষ সহায়তা প্রদান। তাদের স্বাবলম্বী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা।
ধর্ম মন্ত্রণালয়/ ইসলামিক ফাউনডেশন	২৮। ইমাম প্রশিক্ষণে ডাটাবেজভুক্ত ইমামদের অন্তর্ভুক্ত করে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা ও সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া; ২৯। বিবাহ নিবন্ধক ব্যতীত কেউ বিবাহ পড়ালে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা; ৩০। জুমার খুৎবার পূর্বে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা করবে এবং প্রয়োজনে কনটেন্ট তৈরী করে দেয়া; ৩১ । খুৎবার পূর্বে আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান ও নিবন্ধিত বিবাহের সুবিধা বিষয়ে ইমামগণ বক্তব্য রাখছেন কিনা তা দৈব চয়নের ভিত্তিতে যাচাই করা;

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	কার্যক্রম/ বিষয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩২। ইউনিয়ন পরিষদে বিবাহ নিবন্ধকগণের অফিস স্থানান্তর সম্পূর্ণ করা; ৩৩। জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশনা প্রদান; ৩৪। সরকারের বিভিন্ন ভাতা/ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সম যোগ্যতা সম্পন্নদের মধ্যে সন্তানদের বাল্যবিবাহ প্রদান করেনি এমন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা; ৩৫। শতভাগ জন্মনিবন্ধন ও জন্ম নিবন্ধনকে অন লাইনে আনয়ন; ৩৬। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রতিপালনে ইউনিয়ন পরিষদকে দক্ষ করা ।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৭। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা ; ৩৮। বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের কোন ছাত্রী ড্রপ আউট হতে না পারে তা মনিটরিং করার জন্য নির্দেশনা দিয়ে পত্র জারী করা; ৩৯। বিবাহ পড়ানোয় শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরুৎসাহিত করে জারিকৃত পত্রের অগ্রগতি মনিটর করা;
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪০। বিবাহ পড়ানোয় শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরুৎসাহিত করে জারি করা পত্রের ফলোআপ করা;
তথ্য মন্ত্রণলয়	৪১। বাল্যবিবাহ নিরোধ ও বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বিটিভি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল ও বেতারে তথ্যচিত্র/ অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রাখা ; ৪২। তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধমূলক প্রচারণা অব্যাহত রাখা;

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	কার্যক্রম/ বিষয়
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৪৩। নিরাপত্তাহীনতার কারণে কোন অভিভাবক তার কন্যা সন্তানকে বাল্যবিবাহ প্রদানে বাধ্য হয়েছেন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব প্রতিহত করা; ৪৪। ইভটিজিং বন্ধসহ শিশু কিশোরীদের নিরাপত্তা প্রদান ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালতসহ স্থানীয়ভাবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নিয়োজিত সকল বিভাগকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা জোরদার করা;
সমাজসেবামন্ত্রণালয় এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তর	৪৫। অসহায়, দরিদ্র ও বাল্যবিবাহের শিকার হতে পারে এমন মেয়ে শিশুদের সরকারের বিশেষ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি ভূক্ত করা; ৪৬। সরকারের বিভিন্ন ভাতা/ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সম যোগ্যতা সম্পন্নদের মধ্যে সন্তানদের বাল্যবিবাহ প্রদান করেনি এমন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা।

৫.৪ জেলা, উপজেলা পর্যায়ের জন্য কৌশল

বাল্যবিবাহের বর্তমান পরিস্থিতি এবং একে ইপ্সিত যে পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে সে বিষয় ফলাফল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার আদলে একটি মডেল/ নমুনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে জিআইইউ সকল জেলা প্রশাসককে প্রদান করেছে। এ কর্মপরিকল্পনাকে পূর্নাঙ্গভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে জেলা প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা রেজিষ্ট্রার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ সহ জেলা উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও বেসকারি সংস্থার কর্ম কর্তাগণকে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনায় প্রতিটি জেলার ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য উল্লেখ পূর্বক তা অর্জনের জন্য সম্ভাব্য কাজের ধারণা প্রদান করা হয়েছে ।

কর্মপরিকল্পনাটির আলোকে স্ব-স্ব জেলা, উপজেলার জন্য বিশদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ জানান হয়েছে । বিশদ কর্মপরিকল্পনা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

৫.৫ আন্তর্জাতিক সংস্থা, প্রিন্ট এন্ড ইলেকট্রনিকস মিডিয়া, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন, সুশীল সমাজ এবং এনজিওদের ভূমিকা

ইউনিসেফ দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশের বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজ করে আসছে । প্রজনন স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এ সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত এ সংস্থা সরবরাহ করে থাকে। গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে ইউনিসেফ বিভিন্নভাবে জিআইইউ'র বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত উদ্ভাবনকে সহযোগিতা করছে ।

সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরে তা নিরসনে প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিকস মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোন উদ্ভাবনকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরতে মিডিয়ার ক্ষমতা অপরিসীম। জিআইইউ তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাল্যবিবাহ নিরসনে তার উদ্ভাবনকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দিতে চায়। তাছাড়া, সেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি, এনজিও ও সুশীল সমাজকেও জিআইইউ তার উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে অংশীজন হিসেবে গ্রহণ করেছে ।

৫.৬ বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ জোরদারকরণ

বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠান, বিবাহ নিবন্ধন বা বিবাহ সম্পর্কিত কোন তথ্য উপাত্তের প্রয়োজন হলে তা ইউনিসেফ বা কোন বেসরকারি সেচ্ছাসেবী সংস্থা হতে সংগ্রহ করতে হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য পাওয়া যায়না। দেশের বার্ষিক বিবাহ

নিবন্ধন সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহের ধারাকে নিয়মিত ও চলমান করা। এজন্য জেলা রেজিষ্ট্রার কার্যালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এ কার্যালয় থেকে নিবন্ধন অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করণ। অনুরূপভাবে আইন ও বিচার বিভাগ যেন নিয়মিত সংকলন প্রকাশ করতে পারে সে উদ্যোগ রয়েছে ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের দ্বারা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার তথ্য সংগ্রহের চলমান কার্যক্রমকে জোরদারভাবে অব্যাহত রাখা।

বিবাহ নিবন্ধকের বাহিরে বিবাহ পড়ান এরূপ ৬৫ হাজার ব্যক্তির ডাটাবেজ জেলা প্রশাসকগণ প্রস্তুত করেছেন।

একে হালনাগাদ রাখা এবং জেলা প্রশাসকগণের ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া।

৫.৭ বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম

বাল্যবিবাহ নিরোধে এ ইউনিটের উদ্ভাবনী ধারণা ছড়িয়ে দেয়ার প্রাক্কালে এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। গণখাতে সেবার মান উন্নয়নে অব্যাহত গবেষণা পরিচালনা এ ইউনিটের অন্যতম কাজ। বাল্যবিবাহ নিরোধে এ ইউনিটের উদ্ভাবনের প্রায়োগিক সাফল্য বিষয়ে স্বাধীন গবেষণাকে এ ইউনিট স্বাগত জানায়। অধিকন্তু, এ ইউনিট নিজেও গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে ।

পরিশিষ্ট-১

বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে জিআইইউ কর্তৃক প্রণীত কর্ম পরিকল্পনার নমুনা ছক

ভিশন: --------- সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ মুক্ত উপজেলা/ জেলা

মিশন:

অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারিগণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল চলমান বিবাহকে নিবন্ধনের আওতায় নিয়ে এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (১)২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচের বিয়ের হার শূন্যে এবং (২)১৫-১৮ বছর বয়সীদের বিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে (১/৩) নামিয়ে আনা।

উদ্দেশ্য:

১। বিবাহ সম্পন্নকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি,
২। চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হারবৃদ্ধি,
৩। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ,
৪। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং
৫। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ।

চূড়ান্ত ফলাফল:

ফলাফল	সূচক	বাল্যবিবাহের বর্তমান হার	লক্ষ্যমাত্রা / সময়সীমা					
			২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১
বাল্যবিবাহ হ্রাস	বাল্যবিবাহের হার	ক. ১৫ বছরের নিচে... ১৮%						
		খ. ১৮ বছরের নিচে...৫২%						

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা						বাস্তবায়ন
				২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	
১। বিবাহ সম্পন্নকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি	১। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদন কারি ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ তৈরী	তৈরীকৃত ডাটাবেজ	সংখ্যা							
	২। ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ	হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ	সংখ্যা							
			%							
	৩। ডাটাবেজ ভুক্তদের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদান	ওয়েব সাইটে প্রদত্ত	তারিখ							
	৪। ঘটকদের তালিকা প্রস্তুতকরণ		সংখ্যা							
	৫। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী, বিবাহ নিবন্ধক এবং ঘটকদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষিত বিবাহ সম্পাদনকারি	সংখ্যা							
			%							
	৬। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী, বিবাহ নিবন্ধক ও ঘটকদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	অংশগ্রহণকারি	সংখ্যা							
			%							
২। চলমান বিবাহ নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি	১। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীগণকে বাল্যবিবাহ সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখা	বাল্যবিবাহ পড়ান থেকে বিরত থাকা	শতকরা হার							
	২। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারীকে দিয়েই বিবাহ নিবন্ধনের জন্য পাত্র-পাত্রীকে বিবাহ নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ	বিবাহ নিবন্ধনের জন্য প্রেরিত পাত্র-পাত্রী	হার							
	৩। অনিবন্ধিত বিবাহ সম্পাদনকারী ও বিবাহ নিবন্ধকের উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা									
	৪। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বাল্যবিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা	বিরত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	%							
	৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং সমমানের মাদ্রাসা শিক্ষক/ কর্মচারীদের বাল্যবিবাহ পড়ান থেকে বিরত রাখা	বিরত শিক্ষক/ কর্মচারী	%							

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা						বাস্তবায়ন
				২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	
	৬। প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ী এবং সমমানের মাদ্রাসা শিক্ষক/ কর্মচারীদের বাল্যবিবাহ পড়ানো থেকে বিরত রাখা	বিরত শিক্ষক/ কর্মচারী	%							
	৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পর্কিত মসজিদের ইমাম এবং মসজিদ সংলগ্ন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাল্যবিবাহ পড়ানো থেকে বিরত রাখা	বিরত ইমাম/ শিক্ষক	%							
	৮। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন নয় এমন মসজিদের ইমামদের বাল্যবিবাহ পড়ানো থেকে বিরত রাখা	বিরত ইমাম/ শিক্ষক	%							
	৯। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক/ ছাত্রদের বাল্যবিবাহ পড়ানো থেকে বিরত রাখা	বিরত শিক্ষক/ ছাত্র	%							
	১০। বিবাহ নিবন্ধককে দিয়ে সকল বিবাহ নিবন্ধন করানো	নিবন্ধিত বিয়ে	হার							
	১১। বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন/ স্থানান্তর	ইউনিয়ন পরিষদে স্থানান্তরিত বিবাহ নিবন্ধকের কার্যালয়	সংখ্যা							
৩। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১। নিবন্ধিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয়	সংখ্যা							
	২। জেলা নিবন্ধকের দ্বারা বিবাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিক নিয়মিত সংগ্রহ	প্রাপ্ত মাসিক তথ্য প্রতিবেদন	সংখ্যা							
	৩। ইউনিয়ন ভিত্তিক ট্যাগ অফিসার নিয়োগ	নিয়োগকৃত ট্যাগ অফিসার	সংখ্যা							

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা						বাস্তবায়ন
				২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	
	৪। জেলা প্রশাসক থেকে এসএমএস প্রদান	প্রদানকৃত এসএমএস	সংখ্যা							
	৫। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক এসএমএস প্রদান	এসএমএস প্রদত্ত	সংখ্যা							
	৬। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক মাসে একবার বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শিত বিবাহ নিবন্ধকদের কার্যালয়	সংখ্যা							
	৭। তালিকাভুক্ত বিবাহ সম্পাদনকারির সাথে যোগাযোগ স্থাপন	যোগাযোগ স্থাপিত	হার							
	৮। ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা							
	৯। উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা							
	১০। জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠান	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা							
	১১। বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	হার							
	১২। ওয়ার্কশপ/ সেমিনারের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা	বাস্তবায়িত সুপারিশ	হার							
	১৩ । প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত সংবাদ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ	ব্যবস্থা গৃহীত	%							
	১৪। কর্ম পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রদান	ওয়েবসাইটে প্রদত্ত	তারিখ							

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা						বাস্তবায়ন
				২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	
৪। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	১। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা	পরামর্শ প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরী	সংখ্যা							
	২। সমাবেশের আয়োজন করে নিবন্ধিত বিবাহের সুবিধা সকলকে জানানো	আয়োজিত সমাবেশ	সংখ্যা							
	৩। সিভিল সার্জন/ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক বাল্যবিবাহের শারীরিক সমস্যা বিষয়ে কিশোর/ কিশোরীদের কাউন্সিলিং করা	কাউন্সিলিংকৃত কিশোর/ কিশোরী	সংখ্যা							
	৪। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সহায়তায় বিবাহ সম্পাদনকারীদের (ইমাম, পুরোহিত, মৌলভিদের) উদবুদ্ধকরণ সভার আয়োজন	আয়োজিত সভা	সংখ্যা							
	৫। এনজিও/ ইউনিসেফের সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করণ সভা	আয়োজিত সভা	সংখ্যা							
	৬। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোরী ক্লাব গঠন	গঠিত কিশোরী ক্লাব	সংখ্যা							
	৭। প্রকৃত অসহায় পরিবার সমাজসেবা/ যুব উন্নয়ন/ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের দ্বারা স্বাবলম্বী করা	সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবার	সংখ্যা							
	৮। বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় দক্ষতা বৃদ্ধিও আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করা	সম্পৃক্ত ব্যক্তি	সংখ্যা							
	৯। মসজিদে খুতবার পূর্বে বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণনা করা	মসজিদ	সংখ্যা							
	১০। বিবাহ সম্পাদনকারীগণকে পাত্রপাত্রীর বয়স নিশ্চিতের জন্য কাগজ পত্র যাচাই ও সংরক্ষণে বাধ্য করা	বিবাহ সম্পাদনকারীগণ কর্তৃক সংরক্ষিত জন্ম সনদ/ বয়স প্রমাণক	হার							

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা						বাস্তবায়ন
				২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	
	১১। নৃ -গোষ্ঠীর মধ্যে নিবন্ধিত বিবাহের সুফল প্রচার									
৫। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বিধি বিধান প্রয়োগ জোরদারকরণ	১। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা	নিরোধকৃত বাল্যবিবাহ	%							
	২। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	পরিচালিত মোবাইল কোর্ট	%							
	৩। পুলিশ বিভাগের নিয়মিত অপারেশন অব্যাহত রাখা	পরিচালিত অপারেশন	%							
	৪। বাল্যবিবাহ বন্ধে মামলা করা	দায়েরকৃত মামলা	%							
	৫। ভুয়া ও একাধিক জন্মসনদ প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	দায়েরকৃত মামলা	%							
	৬। বিবাহ সম্পাদনকারী ও নিবন্ধকদের অনিয়ম হলে আইন প্রয়োগ	আইন প্রয়োগকৃত	%							
	৭। অননুমোদিতভাবে কাবিননামা রেজিস্টার / রেজিস্টার সদৃশ বই ও কাবিননামার খোলা পাতা মজুদ ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	গৃহিত ব্যবস্থা	%							
	৮। যৌন নির্যাতন বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	গৃহিত ব্যবস্থা	%							

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ই-গভর্নেন্স শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১১.১৫.১২০

০৮ মাঘ ১৪২২
তারিখ : .....
২১ জানুয়ারি ২০১৬

বিষয়: শৌখিন বিবাহ নিবন্ধকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্সে ইনোভেশন ইউনিটের স্মারক নম্বর ০৩.০৯২.৩৩৬.০০.০০.০১৫ অংশ ২০১৪-৫১২; তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU) কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সারাদেশের শৌখিন বিবাহ নিবন্ধকদের উপাত্তভান্ডার (Databese) প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত উপাত্তভান্ডারের ভিত্তিতে শৌখিন বিবাহ নিবন্ধকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার জন্য তার আওতাধীন জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত
মাহ্‌ফুজা বেগম
পরিচিতি নম্বর: ১৫৬৯৮
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৩৯৫

কমিশনার

---------- বিভাগ (সকল)।

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০১১.১৫.১২০

০৮ মাঘ ১৪২২
তারিখ : .....
২১ জানুয়ারি ২০১৬

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা।
৩. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালায়, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯. মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ইস্কাটন, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১১. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন, নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
১২. মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা।
১৩. মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪. ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২২.১২৫.১২.১৫.৪৪৭

০৮ পৌষ ১৪২৩
তারিখ : .....
২২ ডিসেম্বর ২০১৬

বিষয়: ১১ ডিসেম্বর/২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত পর্যালোচনা বিষয়ক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এর স্মরক নম্বর-০৩.০৯২.০০৬.০০.০০.০১৫. অংশ-২).২০১৪-৬৭৬ তারিখ: ৩১.৮.২০১৬

উপর্যুক্ত বিষয়ে সুত্রস্থ স্মরকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১.১২.২০১৬ তারিখে বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় (১)-(৩) এবং ৫(ক) ও ৫(খ) নম্বর অনুচ্ছেদ গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

১। বিবাহ নিবন্ধক নন অথচ সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ মার্চ ২০১৪৭-এর মধ্যে হালনাগাদ করতে ও স্থানীয় উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্তা করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন;

২। জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভা মাসিকভাবে অনুষ্ঠান ও সে সভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যক্রমের অগ্রগতি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জিআইইউ প্রণীত মডেল পরিকল্পনার আলোকে পর্যালোচনা অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করা;

৩। বাল্যবিবাহ নিরোধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

৫(ক) গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত শর্তসমূহ পালনপূর্বক কোন জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষণা করার বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে; এবং

৫(খ) কোন জেলা বা উপজেলাকে বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষণার আগে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য জেলা প্রশাসনগণকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

০২। এমতাবস্থায়, উপরোল্লিখিত সভার কার্যবিবরণীর (১)-(৩) এবং ৫(ক) ও ৫(খ) নম্বর অনুচ্ছেদে গৃহিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে পাঁচ পৃষ্ঠা।

জেলা প্রশাসক ...(সকল)
অনুলিপি
১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার ... (সকল)

স্বাক্ষরিত
(হাবিবুর রহমান)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫১৪২৫
email: cjme_sec@cabinet.gov.bd

পরিশিষ্ট-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬
পরিবহন পুল ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-বিচার-৭/ ২এন-০১/৯৩ (অংশ)-১৫৯ তারিখ ঃ ১৮/০৩/২০১৫ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজীদের ভূমিকা সংক্রান্ত ১৯/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে "বিবাহ নিবন্ধনের সময় পক্ষগণ মিথ্যা তথ্য দিলে কাজীগণ দায়ী নয়" মর্মে কোন সীল নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ যাতে কাবিন নামায় ব্যবহার করতে না পারেন সে বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর ২৩ক(১) বিধি মোতাবেক কোন নিকাহ রেজিস্ট্রার বর ও কনের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা জে,এস,সি বা এস,এস,সি বা সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র পরীক্ষা পুর্বক বর ও কনের বিবাহের জন্য আইনগত বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন বিবাহ নিবন্ধন করবেন না মর্মে বিধান রয়েছে। আবার উক্ত বিধিমালার ২৩ক (৩) মোতাবেক বিবাহ নিবন্ধনের সময় বর, কনে বা অন্য কোন ব্যক্তি মিথ্য তথ্য দিলে এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন বিবাহ নিবন্ধন করা হলে তজ্জন্য কোন নিকাহ রেজিস্ট্রার দায়ী হবে না মর্মে উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে বর, কনে বা অন্য কোন ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য দিলে নিকাহ রেজিস্ট্রার দায়ী হবে না মর্মে উল্লেখ থাকলেও এ বিষয়টি (সংশ্লিষ্ট নিকাহ রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে) দেখার দায়িত্ব নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়। এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নিকাহ রেজিস্ট্রার কর্তৃক কাবিননামায় প্রদত্ত সীলে ব্যবহার করার বিষয় নয়। বিধায় নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ কর্তৃক কাবিননামায় প্রদত্ত সীলে বিবাহ নিবন্ধনের সময় "পক্ষগণ মিথ্যা তথ্য দিলে নিকাহ রেজিস্ট্রার দায়ী নয়" মর্মে লেখা ব্যবহার না করতে পারেন সে ব্যাপারে সকল নিকাহ রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদানসহ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দেয়া হলো।

০২। একইভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে নিকাহ রেজিস্ট্রার বা বিবাহ নিবন্ধক তার এলাকায়/ অধিক্ষেত্রে থেকেই বিবাহ নিবন্ধন করবেন মর্মে আইন ও বিচার বিভাগ কে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করেছেন। মুসলিম বিবাহ (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ১৩ অনুযায়ী প্রত্যেকটি নিকাহ রেজিস্ট্রারকে নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩ এর ১০ বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি হিন্দু বিবাহ নিন্ধককে নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত উভয় বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত অধিক্ষেত্রের বাইরে বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রীকরণ অসদাচারণের সামিল এবং উহা নিবন্ধন বাতিলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং "মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রার ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকগণ যাতে তাদের নির্ধারিত এলাকা/অধিক্ষেত্র ব্যতিত অন্য কোথাও বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন করতে না পারে" সে ব্যাপারে সকল নিকাহ রেজিস্ট্রার ও বিবাহ নিবন্ধককে জ্ঞাত করানোসহ এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা রেজিস্ট্রারগণকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক অবিলম্বে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।

প্রাপকঃ

স্বাক্ষরিত
(মোঃ নুরুল আলম সিদ্দীক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

১। জেলা রেজিস্ট্রার, (সকল)।

সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরিত হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের এককান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট-৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ, বিচার শাখা-৬
সরকারী পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

স্মারক নং-আর-৬/৭এন- ৮/২০১৫-১৭৫ তারিখ ঃ ২৯/০৪/২০১৫ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বাল্যবিবাহ নিরোধে কাজীদের ভূমিকা সংক্রান্ত ১৯/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে "নোটারী পাবলিক এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে পড়াতে বা নিবন্ধন করাতে পারেন না সে বিষয়টি জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন।" মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহের আবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছেঃ (ক) বর বা কনে এদের কোন এক পক্ষ কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাব প্রদান; (খ) অন্য পক্ষ কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ; (গ) কমপক্ষে ০২(দুই) জন সাক্ষী থাকা; এবং (ঘ) দেনমোহর থাকা। এগুলোর কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে বিবাহ সিদ্ধ হবে না। অধিকন্তু, The Muslim Marriages and Divoreces (Registration) Act, 1974 এর ৩ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এই রেজিস্ট্রেশন করার এখতিয়ার কেবলমাত্র নিকাহ্ রেজিস্ট্রারগণের। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নোটারী পাবলিক কর্তৃক পাত্র/পাত্রী কর্তৃক কেবলমাত্র একটি ঘোষণা সম্বলিত এফিডেভিটের মাধ্যমে তথাকথিত বিয়ে পড়ানো হচ্ছে, যা আইনে মোটেও স্বীকৃত নয়। এতে একদিকে যেমন বিবাহের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় তেমনি অন্যদিকে বিবাহ বা তালাক রেজিস্ট্রী না হওয়ায় উহার কোন আইনগত দালিলিক সুরক্ষাও থাকে না। তাছাড়া নোটারী পাবলিকের নিকট এরূপ ঘোষণার আইনগত কোন ভিত্তিও নাই বিধায় নোটারী পাবলিক কর্তৃক এফিডেভিটের মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো ও তালাক রেজিস্ট্রী বন্ধ হওয়া আবশ্যক।

এমতাবস্থায়, আইনে স্বীকৃত না হওয়ায় নোটারী পাবলিকগণকে এফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে/ তালাক পাড়াতে বা নিবন্ধন না করতে নির্দেশ দেয়া হলো এবং উক্ত নির্দেশাবলী সংশ্লিষ্ট নোটারী পাবলিকগণকে অবহিতকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সকল জেলা জজ, জেল প্রশাসক ও আইনজীবী সমিতির সভাপতিকে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ নুরুল আলম সিদ্দীক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

পরিশিষ্ট-৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-২ অধিশাখা

নং-৪৬.০১৭.০১৮.০০.০০.০১৩.২০১১-৬৩৫ তারিখ:- ১৬-০৬-২০১৪খ্রিঃ

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

খ২(ক) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স বা তার নিকটবর্তী স্থানে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারদের অফিসের ব্যবস্থা করা। আইন ও বিচার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কে ইউপি চেয়ারম্যানগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের)
উপ-সচিব
ফোন- ৯৫১৪১৯০

জেলা প্রশাসক (সকল)

জেলা ----------

অনুলিপিঃ

পরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইউপি-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০১৭.০১৮.০০.০০.০১৩.২০১১-১৪০ তারিখঃ ২৩ ফাল্গুন, ১৪২৩ / ০৭ মার্চ, ২০১৭

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স/ নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন বিষয়ক তথ্য (জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত, জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত)ঃ

ক্র: নং:	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	ম্যারেজ রেজিস্টারের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স/নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়েছে এরূপ ইউনিয়নের সংখ্যা	মন্তব্য
১	পঞ্চগড়	৫	৪৩	৪৩	-
২	রংপুর	৮	৭৬	৭৬	-
৩	ঠাকুরগাঁও	৫	৫২	৪৭	-
৪	দিনাজপুর	১৩	১০৩	৯৬	-
৫	কুড়িগ্রাম	৯	৭৩	৬৭	-
৬	লালমনিরহাট	৫	৪৫	৪৪	-
৭	নীলফামারী	৬	৬০	৫৪	-
৮	গাইবান্ধা	৭	৮২	৬৪	-
৯	বগুড়া	১২	১০৮	৮২	-
১০	জয়পুরহাট	৫	৩২	৭	-
১১	নওগাঁ	১০	৯৯	৯৯	-
১২	নাটোর	৫	৫২	৪৪	-
১৩	চাপাইনবাবগঞ্জ	৫	৪৫	৩৭	-
১৪	পাবনা	৯	৭৫	৫৪	-
১৫	রাজশাহী	৯	৭১	৩১	-
১৬	সিরাজগঞ্জ	৯	৮৩	০৭	-
১৭	বাগেরহাট	৯	৭৫	০৩	-
১৮	চুয়াডাঙ্গা	৪	৩৮	৩৭	-
১৯	যশোর	৮	৯১	৮৬	-
২০	ঝিনাইদহ	৬	৬৭	৩২	-
২১	খুলনা	৯	৬৮	৫১	-
২২	কুষ্টিয়া	৬	৬৫	৬৫	-
২৩	মাগুরা	৪	৩৬	২৯	-
২৪	মেহেরপুর	৩	১৮	১৪	-
২৫	নড়াইল	৩	৩৯	২৪	-
২৬	সাতক্ষীরা	৭	৭৮	৬৫	-
২৭	ঢাকা	৫	৬২	২২	-
২৮	ফরিদপুর	৯	৮১	৫৪	-
২৯	গাজীপুর	৫	৩৯	৩২	-
৩০	জামালপুর		৬৮	৫	-
৩১	কিশোরগঞ্জ		১০৮	৩১	-

ক্র: নং:	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	ম্যারেজ রেজিস্টারের কার্যালয় ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স/নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়েছে এরূপ ইউনিয়নের সংখ্যা	মন্তব্য
৩২	মাদারীপুর	৪	৬০	৪৯	-
৩৩	গোপালগঞ্জ	৫	৬৮	৪৭	-
৩৪	মানিকগঞ্জ	৭	৬৫	৬৩	-
৩৫	মুন্সিগঞ্জ	৬	৬৮	৪৬	-
৩৬	ময়মনসিংহ	১২	১৪৬	১০	-
৩৭	নারায়নগঞ্জ	৫	৩৯	০৬	-
৩৮	নংরসিংদী	৬	৭১	২১	-
৩৯	নেত্রকোনা	১০	৮৬	৬	-
৪০	রাজবাড়ি	৫	৪২	৩১	-
৪১	শরিয়তপুর	৬	৬৫	৪৫	-
৪২	শেরপুর	৫	৫২	৩৬	-
৪৩	টাঙ্গাইল	১৩	১১০	৩০	-
৪৪	বান্দরবান	৭	৩৩	০৮	-
৪৫	বি-বাড়িয়া	৯	১০০	৪৩	-
৪৬	চাঁদপুর	৮	৮৯	৪১	-
৪৭	চট্টগ্রাম	১৪	১৯১	৪১	-
৪৮	কুমিল্লা	১৬	১৮৬	৬৫	-
৪৯	কক্সবাজার	৮	৭১	-	-
৫০	ফেনী	৬	৪৩	৩৬	-
৫১	খাগড়াছড়ি	৮	৩৮	৯	-
৫২	লক্ষিপুর	৫	৫৮	৪৭	-
৫৩	নেয়াখালী	৯	৮৯	৪৮	-
৫৪	রাঙ্গামাটি	১০	৪৮	০১	-
৫৫	বরগুনা	৬	৪৩	৩৫	-
৫৬	বরিশাল	১০	৮৭	৫৯	-
৫৭	ভোলা	৭	৬৮	৪৫	
৫৮	ঝালকাঠি	৪	৩২	১১	-
৫৯	পটুয়াখালী	৯	৭৪	৪৬	-
৬০	পিরোজপুর	৭	৫১	২৯	-
৬১	হবিগঞ্জ	৮	৭৭	২৭	-
৬২	মৌলভীবাজার	৭	৬৭	২৮	-
৬৩	সুনামগঞ্জ	১১	৮৮	৪৫	-
৬৪	সিলেট	১৩	১০৫	৮৩	-
			মোট	২৫৪২টি	-

উপ-পরিচালক (ইনোভেশন)
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত
(ড. সৈয়দা নওশীন পর্ণিনী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৯০

পরিশিষ্ট-৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শাখা-১১ (মাধ্যমিক-২)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moedu.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০২.০১৪.১৫.৭৪৩

তারিখঃ ০৬ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো সংক্রান্ত।

দারিদ্র্য, কুসংস্কার, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি কারণে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃত। বাল্যবিবাহের কারণে অল্প বয়সে সন্তান জন্ম দেয়ায় মায়েরা এবং তাদের নবজাতক শিশু প্রায়শঃই অপুষ্টি, দুর্বলতা ও নানান শারীরিক সমস্যায় ভোগে।

০২। বিবাহ পড়ানোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিম, মাদ্রাসা শিক্ষক, স্কুলের শিক্ষক এবং কর্মচারী সম্পৃক্ত থাকেন। বাল্যবিবাহ রোধের ক্ষেত্রে তাদের সকলের সচেতনতা, উদ্যোগী ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

০৩। স্কুল, কলেজ মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষক শিক্ষিকা-কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানোর ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর বয়স আইনে নির্ধারিত বয়সের নীচে নয় এমন পাত্র-পাত্রী এবং অভিভাবককে বিবাহের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করতে হবে। ধর্মীয় বা অন্য কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আইনে নির্ধারিত ন্যূনতম বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই বিয়ে পড়াতে হবে এবং বয়স সংক্রান্ত কাগজপত্রও সংরক্ষণ করতে হবে। বিয়ে পড়ানো শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টিও নিশ্চিত করবেন।

০৪। জেলা শিক্ষা অফিসার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে বাল্যবিবাহের সুফল- কুফল সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করবেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব
ফোন: ৯৫৭৬৬৭৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রামানুসারে নয়):

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মিরপুর, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/দিনাজপুর
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আগারগাঁও ঢাকা।
৮. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল) ..... ।
৯. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) ..... (সকাল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধসহ)।
১০. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক ..... (পরিপত্রের নির্দেশনা বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করার জন্য)।

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০২.০১৪.১৫.৭৪৩

তারিখঃ ০৬ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৯ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা।
২.অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/কারিগরি/মাদ্রাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর) বিভাগ।
৪. যুগ্ম-সচিব (কলেজ/মাধ্যমিক-১/২/বিশ্ববিদ্যালয়/অডিট ও আইন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. পরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৬. জেলা প্রশাসক (সকল) ..... (অধিক্ষেত্রধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধসহ)।
৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯.সিনিয়র সিস্টেম এনলিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১০. সিনিয়র সহকারি সচিব, শাখা-৪ (সমন্বয় ও সংসদ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. তথ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
(সালমা জাহান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫০৩৪১

পরিশিষ্ট-৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- ১০০০
বিদ্যালয়-২ শাখা

স্মারক নম্বর: প্রাগম/বিদ্যা-২/১৪ (বিবিধ)-৩৩/২০১০-২৮৮

তারিখঃ ০৯ আষাঢ় ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৩ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: শিক্ষক/ কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো নিরুৎসাহিতকরণ প্রসঙ্গে।

নির্দেশিত হয়ে এতদ্বারা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক বিয়ে পড়ানো নিরুৎসাহিত করা হল। তথাপি ক্ষেত্র বিশেষে বিয়ে পড়ানো আবশ্যক হলে আইনে নির্ধারিত পাত্র-পাত্রীর ন্যূনতম বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই বিয়ে পড়াতে হবে এবং বয়স সংক্রান্ত কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/ কর্মচারী কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

০২. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ/নিরুৎসাহিত করণে উপর্যুক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-
(জাজরীন নাহার)
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যা-২)
ফোন: ৯৫৭৭২৫৫

বিতরণ:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা (তাঁর অধীন সকল দপ্তর/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বিষয় অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৪. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর বিভাগ
৫. মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (দেশ), ময়মনসিংহ (তাঁর অধীন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৬। উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর বিভাগ
৭. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)
৮. সুপার, ... পিটিআই (সকল)।
৯,. উপজেলা/ থানা শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)।

সদয় অবগতির জন্য:
১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষঅ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ১০০০
বিদ্যালয়-২ শাখা

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০৮.০৩১.০০.০০.০২৬.২০১৫-৬৬

তারিখঃ ১৫ মাঘ ১৪২২ / ২৮ জানুয়ারি ২০১৬

বিষয়: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র সংখ্যা- ০৩.০৯২.০০৬.০০.০০.০১৫ অংশ-১.২০১৪-৪৯৮. তারিখ: ২০/১২/২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয়ে সুত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩ জুন ২০১৪ তারিখে জারীকৃত পরিপত্রের ফলোআপ নিম্নরূপ:

গত ২৩ জুন ২০১৪ তারিখে ২৮৮নং স্মরকে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র মোতাবেক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ/নিরুৎসাহিতকরণে নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। সে মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ মাসিক সমন্বয় সভায় শিক্ষকগণকে পরিপত্রটি অবহিত করেছেন এবং এর নির্দেশনা ও অনুশাসন মেনে চলতে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সমন্বয়ে নিয়মিত উঠোন বৈঠক,মা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য শ্রেণিকক্ষে, উঠোন বৈঠক, মা-সমাবেশ, এসএমসির সভায় বিষয়টি নিয়মিত আলোচনা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
(জাজরীন নাহার)
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যা-২)
ফোনঃ ৯৫৭৭২৫৫

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
{দ্য: আঃ উপ পরিচারক (ইনোভেশন),
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট}

পরিশিষ্ট-১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা
(www.moi.gov.bd)

নং-১৫.০০.০০০০.০২৪.১৮.১২৮.১৪-৮৩৬

তারিখঃ ০৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩
১৭ নভেম্বর, ২০১৬

বিষয়: বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৬/১১/২০১৬ তারিখের ৬২৫ সংখ্যকপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোল্লিখিত পত্রে পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তর তেকে প্রাপ্ত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলঃ

১। বাংলাদেশ টেলিভিশনঃ

বাংলাদেশ টেলিভিশন ০১/০১/২০১৬ তে ৩১/১০/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নিম্নোক্ত অনুষ্ঠান প্রচার করেছেঃ

(ক) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন (ফিলার) ব্যপ্তিকাল ২ (দুই) মিনিট ৩০ সেকেন্ড ৪৩ বার প্রচার করা হয়েছে।

(খ) তাছাড়া শিশু ও নারী উন্নয়ন যোগযোগ কার্যক্রম প্রযোজিত নাটক, শিশু ও নারী উন্নয়ন যোগাযোগ কার্যক্রম, মা ও শিশু বিতর্ক, সুখি পরিবার এ সকল অনুষ্ঠানের কিছু কিছু পর্বে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপর সচেতনতামূলক অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(গ) এছাড়াও সম্প্রতি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপর ১০ মিনিট ব্যাপ্তিকারের দুইটি টিভিসি পাওয়া গেছে যা ইতোমধ্যে প্রতিটি দুইবার করে মোট ৪ বার প্রচার করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতার জানুয়ারি/২০১৬ থেকে অক্টোবর/২০১৬ পর্যন্ত নিম্নোক্ত অনুষ্ঠান প্রচার করেছেঃ

ক্রম	অনুষ্ঠান আঙ্গিক	প্রচার সংখ্যা	মন্তব্য
১	আলোচনা	৪৪৫টি	শিশু বিবাহের কারণ ও প্রতিকার, শিশু বিবাহ ও প্রতিরোধে আইনী সহায়তা, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব, বিবাহ রোধে জন্ম নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব, শিশু বিবাহ রোধে সরকারি পদক্ষেপসমূহ, শিশু বিবাহের বর্তমান পরিস্থিতি, নারী শিক্ষা শিশু বিবাহ প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতকা ও শিশু বিবাহ, শিশু বিবাহ রোধে সামাজিক অসতেনতা ও শিশু বিবাহ, শিশু বিবাহ রোধে সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা দারিদ্র ও শিশু বিবাহ, শিশু বিবাহ রোধে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শিশু বিবাহ রোধে বেসরকারি উদ্যোগের সফলতা, শিশু বিবাহ রোধ প্রশাসনের ভূমিকা, ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ, বিভিন্ন প্রলোভন ও শিশু বিবাহ, শিশু বিবাহ ও পারিবারিক অব্যবস্থাপনা, শিশু বিবাহ ও নারী নির্যাতন, গ্রামীণ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীতে শিশু বিবাহের প্রাদুর্ভাব, শিশু বিবাহ রোধে শিক্ষার গুরুত্ব, শিশু বিবাহ মানবাধিকার লংঘনের শামিল, শিশু শ্রম ও শিশু বিবাহ, শিশু বিবাহ শারীরিক ও মানসিক কুফল, শিশু বিবাহের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি, শিশু বিবাহ ও মাতৃমৃত্যু, শিশু বিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যা, শিশু বিবাহ ও অপুষ্টি, শিশু বিবাহকে না বলুন, শিশু বিবাহ ও শিশু মৃত্যু, ছেলেমেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স।
২	কথিকা	৭৫টি	
৩	নাটিকা	৯০টি	
৪	জীবন্তিকা	১২টি	
৫	স্পট ড্রামা	২২৭টি	
৬	গান/জিঙ্গেল	৬৬৪টি	
৭	পুঁথিপাঠ	৩টি	
৮	জারীগান	৫৩টি	
৯	পালাগান	১৫টি	
১০	বির্তক	৩টি	
১১	শ্লোগান	অনুষ্ঠানের ফাকে ফাকে	
১২	প্রামান্য প্রতিবেদন	প্রতিদিন প্রচার হয় ২১টি	
১৩	প্রমো	১০টি	
১৪	ফোন-ইন প্রোগ্রাম	৬৫টি	
১৫	কুইজ প্রতিযোগিতা	২৫টি	
১৬	সাক্ষাৎকার	৩০টি	
১৭	কম্পোজিট আলোচনা	৪৫০টি	
১৮	আমি মিনা বলছি (ফোন ইন)	৫টি	
		সর্বমোট = ২১৯৩	

৩। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারী ২০১৬ থেকে অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত বাল্যবিবাহ রোধ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছেঃ

ক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন সংখ্যা	মন্তব্য
১	চলচিত্র প্রদর্শন	৩৩৫২টি	২৩৪২টি	সকল জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে অবশিষ্ট কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৬ সময়ে সম্পন্ন হবে।
২	সংগীতানুষ্ঠান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের	১৯১০টি	১৪৩০টি	
৩	ওরিয়েন্টেশন	২৪০টি	১৯৫টি	
৪	শিশু মেলা	১৫টি	১০টি	
৫	উঠান বৈঠক	১০০টি	৫০টি	

৪। চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরঃ
২০১৬ সালে “কন্যা জায়া জননী” এবং “কুসুমকলি” নামে ২টি ডকুড্রামা নির্মাণ করেছে।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার)
সিনিয়র সহকরী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫৫০১৭
ই-মেইলঃ tv2@moi.gov.bd

উপ-পরিচালক (ইনোভেশন)
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা।

পরিশিষ্ট-১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সেল শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

তারিখঃ ১৭/১১/২০১৬ খ্রিঃ

নং- ৩২.০০.০০০০.০৩৭.০৬(১১).০১৪.১৬-২৯৮

বিষয়: বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে ০৯/২/২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত

সূত্র; প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নং- ৩৩.০৯২.০০৬.০০.০০.০১৫. অংশ-২.২০১৪-৬২৫, তারিখ: ০৬/১১/২০১৬ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত ০৯/০২/২০১৬ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ১৩-২০ নং ক্রমিকে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নোক্তভাবে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো:

২। বাংলাদেশ বেতার

বাংলাদেশ বেতার জানুয়ারি/২০১৬ থেকে অক্টোবর/২০১৬ পর্যন্ত নিম্নোক্ত অনুষ্ঠান প্রচার করেছেঃ

সিদ্ধান্ত নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১৩	আইনানুগ বিবাহ অনুষ্ঠানের বিষয়টি রেডিও টেলিভিশন ব্যাপক প্রচারের জন্য ৩০-৪৫ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন রকম কনটেষ্ট তৈরী করে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	আইনানুগ বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচারের জন্য ৩০ সেকেন্ডর একটি প্রোমো এবং ৮ ৮ মিনিটের একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য গত ১৯/০২/২০১৫ তারিখের ২২৫ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশনকে অনুরোধ করা হয়েছে (সংলাগ-ক) এবং উক্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে মর্মে বাংলাদেশ টেলিভিশন হতে জানানো হয়েছে। এছাড়াও আইনানুগ বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন বাংলাদেশ বেতার, পিপলস রেডিও, ঢাকা এফ এম রেডিও এবং রেডিও আমার চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়েছে।
১৪	জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বিবাহ পড়িয়ে থাকে এমন ডাটাবেজভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে;	এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত "শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধকল্পে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি' তে বিয়ে পড়িয়ে থাকেন এমন ডাটাবেজভুক্ত ব্যক্তিদের ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
১৫	বাল্যবিবাহ নিরোধে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মামলা দায়েরের ক্ষমতা দেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬ এর খসড়ায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের মামলা দায়েরের ক্ষমতা দেয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
১৬	আইনানুগভাবে বিবাহ সম্পাদন ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা চালাতে হবে;	আইনানুগভাবে বিবাহ সম্পাদন ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা চালাতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) বরাবর গত গত ২০/১০/২০১৪ তারিখে আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (সংলাগ-খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা ও পুরুষ), জেলা সদরে অবস্থিত কলেজের অধ্যক্ষগণ, মাদ্রাসার সুপারগণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালক ও বালিকা) প্রধান শিক্ষকগণ, বার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, ইমাম এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, জেলা কাজী সমিতির প্রতিনিধি, ধর্ম যাজকগণ (হিন্দু, বৌদ্ধ,

সিদ্ধান্ত নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		খ্রিষ্টান) সহ সংশ্লিষ্টগণকে নিয়ে ১৮টি বৃহত্তর জেলায় কনসালটেশন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি উপজেলায় ৭৫ জন শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্ককে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আওতায় আনয়নপূর্বক এ পর্যন্ত ৪৮০টি উপজেলায় প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়েছে।
১৭	বাল্যবিবাহ নিরোধে, মামলা দায়ের ও প্রতিরোধ কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে;	বাল্যবিবাহ নিরোধে মামলা দায়ের ও প্রতিরোধ কার্যক্রম মনিটরিং বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরনের জন্য গত ২১/১০/১৫ তারিখে ৯৩৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে (সংলাগ-গ) বিভিন্ন জেলা হতে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।
১৮	বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটির কার্যক্রমকে নিবীড় মনিটরিং করতে হবে;	বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে (সংলাগ-ঘ ও ঙ) এবং গঠিত কমিটির নিকট হতে তথ্যদি পাওয়া যাচ্ছে। কমিটির কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং করা হচ্ছে।
১৯	মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের APA-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটাতে হবে।	ইউনেস্কো, বাংলাদেশ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮ (আঠারো) বছরের নীচে মেয়েদের এবং ২১ (একুশ) বছরের নীচে ছেলেদের বাল্যবিবাহের হার ৫২% (সংলাগ-চ)। বাল্যবিবাহের হার ৫২% এর নীচে নামিয়ে আনার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়টি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
২০	অসহায়, দরিদ্র ও বাল্যবিবাহের শিকার হতে পারে এমন মেয়ে শিশু ও তাদের অভিভাবকদের বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে হবে; এবং	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে Enabling Environment Child Right (EECR) প্রকল্পে মাধ্যমে ৬-১৬ বছর বয়সী একজন শিশুকে মোট ৩৬,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। এ টাকা প্রতিমাসে ২০০০/- টাকা হিসেবে ৬ মাস পর পর ৩ কিস্তিতে প্রদান করা হয়ে থাকে। আর্থিক সহায়তা হিসেবে এ পর্যন্ত মোট ১০,৪২৫ জন শিশুকে প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫৯২১ জন মেয়ে শিশু রয়েছে।
২১	বিভিন্ন কর্মসূচীর সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্য/ সদস্যাগণকে বাল্যবিবাহ থেকে বিরত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।	কর্মসূচির সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্য/ সদস্যাগণকে বাল্যবিবাহ থেকে বিরত রাখার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা যেন বাল্যবিবাহের সাথে সম্পৃক্ত না হয়, সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচি পরিচালকগণ-কে গুরুত্ব-সহকারে তদারকি করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে (সংলাগ-ছ)

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ১০ (দশ) পাতা।

স্বাক্ষরিত
(হাসিনা আক্তার খানম)
সহকরী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৯৯৬

মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়েক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব (সেল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-১৩

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

সূত্র নং-৬০১৪/ইফাঃ সমন্বয়/৮/০৩/(অংশ-১)/৬৬৯৬ তারিখঃ ৮/০৬/২০১৪ খ্রিঃ

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বিষয়: ১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত পরামর্শক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র নং-১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.১২-০১, তারিখ-২৮/০৫/২০১৪ইং

জনাব,
আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্।
উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সূত্র নং-০৩.০৯২.০০৬.০০.০০.০১৫.২০১৪-১০৪, এর ১৮ মার্চ সভার কার্যবিবরণীর ৩নং অনুচ্ছেদে ইমামদের জুমআর খুতবায় এবং ইমাম প্রশিক্ষণকালে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক ও বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বক্তব্য রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিভাগ জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণকে জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের ইমামদেরকে জুমআর নামাজের খুতবায় বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তার উপর মতামত ও বক্তব্য পরামর্শ প্রদানের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।

বিষয়টি মহোদয়কে অবহিত করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত/-
(সামীম মোহাম্মদ আফজাল)
মহাপরিচারক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

পরিশিষ্ট-১৪

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
সমন্বয় বিভাগ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

তারিখঃ ১৩/০৩/২০১৬ ইং

সূত্র নং-১৬.০১.০০০০.০০১.১১.০০২.৯৩/৫৩১৪

বরাবর
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা-২, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিষয়: বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র নং১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০১.১৫/৩০৫ তাং-০৩/০৩১৬

জনাব,
আসসালামু আলাইকুম।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ০৯/০২/২০১৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নং-২২, ২৩, ২৪-এর আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ অহিদুল ইসলাম)
(যুগ্ম সচিব)
ও
সচিব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
সমন্বয় বিভাগ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বিষয়: বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
০১	জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিদের প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজভুক্ত ইমাম, মোয়াজ্জেনদের -কে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা ও সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	(ক) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশে অবস্থিত মসজিদ সমূহ ডাটাবেজের আওতায় আনা হয়েছে। (খ) ইমামদের ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। ডাটাএন্ট্রির কাজ চলছে। (গ) বিবাহ পড়িয়ে তাকে এমন ইমাম ও মোয়াজ্জিনদেরকে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। (ঘ) ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ইমামদেরকে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সংযোজনী-১
০২	বিবাহ নিবন্ধকের উপস্থিতিতে বিবাহ পড়াতে ইমাম মোয়াজ্জেনদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	বিবাহ নিবন্ধকের উপস্থিতিতে বিবাহ পড়াতে ইমাম মোয়াজ্জিনদের উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্তে জুম্মার নামাজের খুৎবার পূর্বে খতিব/ ইমাম সাহেবগণকে বক্তব্য রাখার জন্য জেলা পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	
০৩	জুমার খুৎবার পূর্বে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্যের কনটেন্ট তৈরী করতে হবে এবং খুৎবার পূর্বে আইনানুগভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান ও নিবন্ধিত বিবাহের সুবিধা বিষয়ে ইমামগণ বক্তব্য রাখছেন কিনা তা দৈবচয়নের ভিত্তিতে যাচাই করতে হবে।	বাল্যবিবাহ কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিভাগ/ জেলা কার্যালয়ের মাদ্যমে দেশের ৩৫,৪০৪টি মসজিদে জুম্মার নামাজের খুৎবার পূর্বে খতিব/ ইমাম সাহেবগণ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও কুফল তুলে দরে বক্তব্য দিয়েছেন। এ বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মনিটরিং করছেন। এছাড়াও এতদসংক্রান্ত লিফলেট, পুস্তিকা ও কনটেন্ট তৈরী করে খতিব/ ইমাম সাহেবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।	সংযোজনী-২

পরিশিষ্ট-১৫

বাল্যবিবাহ নিরোধে প্রয়োজনীয় আইন/ বিধির প্রযোজ্য অংশ

মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন ১৯৭৪

ধারা ৩ : বিবাহ রেজিষ্ট্রীকরণ- অন্য যে কোন আইন, রেওয়াজ বা প্রথায় যাহাই থাকুক না কেন মুসলিম আইন অনুযায়ী সম্পন্ন প্রতিটি বিবাহের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান অনুসারে রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে।

ধারা ৪ : নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারগণ- অত্র আইন অনুসারে বিবাহ রেজিষ্ট্রীকরণের উদ্দেশ্যে, সরকার যেমন আবশ্যক মনে করিবেন এমন সংখ্যক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট এলাকার জন্য লাইসেন্স প্রদান করিবেন, এবং ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে নিকাহ রেজিষ্ট্রার বলা হইবে।
তবে অবশ্য, কোন এক এলাকার জন্য একজনের বেশী নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

ধারা ৫ : (১) নিকাহ্ রেজিস্ট্রার কোন বিবাহ সম্পন্ন করিলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত বিবাহ নিবন্ধন করিবেন।
(২) নিকাহ্ রেজিস্ট্রার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহ সম্পন্ন হইলে পাত্র উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ৩০ দিবসের মধ্যে বিবাহের সংবাদ সংশ্লিষ্ট নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে অবহিত করিবেন।
(৩) উপধারা (২) এর আওতায় কোন বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার খবর নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের নিকট পৌঁছালে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহটি নিবন্ধন করিবেন।
(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি এই ধারার অধীনে অপরাধ করিয়াছেন বলে বিবেচিত হবে এবং তিনি অনূর্ধ্ব ২ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) হাজার টাকা বা উভয় দণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯

১ [২৩ক] : নিকাহ্ রেজিস্ট্রি কার্যক্রমের পূর্বে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ, ইত্যাদি পরীক্ষাকরণ।

(১) কোন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার বর ও কনের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে,এস,সি) বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস,এস,সি) বা সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র পরীক্ষাপূর্বক বর ও কনের বিবাহের জন্য আইনগত বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া কোন বিবাহ নিবন্ধন করিবেন না।

(২) উপ–ধারা (১) এ উল্লিখিত কাগজপত্র না থাকিলে বর ও কনের বয়স সম্পর্কে

নিশ্চিত হওয়ার জন্য মাতা, পিতা ও আইনগত অভিভাবক প্রদত্ত বয়স সংক্রান্ত হলফনামা দ্বারা বর ও কনের বয়স নির্ধারণপূর্বক বিবাহ নিবন্ধন করিতে হইবে।

(৩) বিবাহ নিবন্ধনের সময় বর, কনে বা অন্য কোন ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য দিলে এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন বিবাহ নিবন্ধন করা হইলে তজ্জন্য কোন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার দায়ী হইবে না।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২

ধারা ৩ : হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন-
(১) অন্য কোন আইন, প্রথা ও রীতি-নীতিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, হিন্দু বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু বিবাহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবন্ধন করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন হিন্দু বিবাহ এই আইনের অধীন নিবন্ধিত না হইলেও উহার কারণে কোন হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা ক্ষুন্ন হইবে না।

ধারা ৫ : হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ-
অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ২১ (একুশ) বৎসরের কম বয়স্ক কোন হিন্দু পুরুষ বা ১৮ (আঠার) বৎসরের কম বয়স্ক কোন হিন্দু নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে উহা এই আইনের অধীন নিবন্ধনযোগ্য হইবে না।

ধারা ৬ : বিবাহ নিবন্ধনকরণ পদ্ধতি-

(১) হিন্দু ধর্ম, রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, বিবাহের যে কোন পক্ষের, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের প্রেক্ষিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিবাহ নিবন্ধন করিবেন।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে হিন্দু ধর্ম, রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী সম্পন্নকৃত কোন বিবাহের যে কোন পক্ষের, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আইনের বিধান অনুসরণক্রমে নিবন্ধন করা যাইবে।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩

ধারা ১৯ : বিবাহ নিবন্ধন কার্যক্রমের পূর্বে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ, ইত্যাদি পরীক্ষাকরণ-

(১) কোনো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক বর ও কনের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে,এস,সি) বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস,এস,সি) বা সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র পরীক্ষা পূর্বক বর ও কনের বিবাহের জন্য আইনগত বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া কোনো বিবাহ নিবন্ধন করিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কাগজপত্র না থাকিলে, বর ও কনের বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মাতা, পিতা বা আইনগত অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত বয়স সংক্রান্ত হলফনামা দ্বারা বর ও কনের বয়স নির্ধারণপূর্বক বিবাহ নিবন্ধন করিতে হইবে।

(৩) বিবাহ নিবন্ধনের সময় বর, কনে বা অন্য কোনো ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো বিবাহ নিবন্ধন করা হইলে, তজ্জন্য কোনো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক দায়ী হইবে না।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) দ্বারা বর ও কনের বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সংক্রান্ত কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট বিবাহ নিবন্ধককে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-১৬

জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করার জন্য পালনীয় শর্তসমূহ:

প্রায়শ: লক্ষ্য করা যায় যে কোন কোন জেলা বা উপজেলা প্রশাসন স্ব-স্ব জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করেছে। কিন্তু ঘোষণার স্বপক্ষে তেমন কোন তথ্য উপাত্ত থাকছেনা। প্রকৃতপক্ষেই কোন জেলা, উপজেলা বাল্যবিবাহ মুক্ত হচ্ছে কিনা তা ঐ ঘোষণা থেকে অনুধাবন করা যায় না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কোন জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণার পূর্বে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেয়া গেল।

১। কোন জেলা/ উপজেলাকে যে সময়ে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হবে তার পূর্ববর্তী কমপক্ষে ৩ বছরের বিবাহ নিবন্ধনের সংখ্যা পর্যালোচনা করা। ক্রমাগত বিবাহ নিবন্ধনের সংখ্যা উচ্চহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা তা যাচাই করা। ক্রমগত নিবন্ধিত বিবাহের সংখ্যার উচ্চহারে বৃদ্ধি বাল্যবিবাহ হ্রাসের ইঙ্গিতবাহী;

২। পূর্ববর্তী ২ বছরে হাসপাতাল/ ক্লিনিকে সন্তান প্রসবকারী মায়েদের মধ্যে ১৯ বছরের নিচে কত মা সন্তান প্রসব করেছে তার তথ্য সংগ্রহ করা। এ ধরনের তথ্য শূণ্য হওয়া কমবয়সী মেয়েদের বিবাহের হার হ্রাস পাওয়াকে সমর্থন করে;

৩। জেলা/ উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়/ মাদ্রাসাসমূহ থেকে ঝরে পড়া ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহ করা এবং তারা বাল্যবিবাহ করেনি মর্মে নিশ্চিত হওয়া;

৪। উপজেলার ক্ষেত্রে ন্যূনতম একটি ইউনিয়নকে নির্বাচিত করে সেখানে মুক্ত ঘোষণা পূর্ববর্তী ১ বছরের বিবাহ সম্পর্কে জরিপ করা এবং ঐ সময়ে কোন বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়নি মর্মে নিশ্চিত হওয়া;

৫। জেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণার ক্ষেত্রে সকল উপজেলা থেকে ক্রমিক ৪ অনুসারে বাল্যবিবাহ হয়নি মর্মে নিশ্চিত হওয়া;

৬। সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধক এবং তালিকাভুক্ত বিবাহ সম্পাদনকারীগণের বাইরে কেউ বিবাহ পড়াননি তা নিশ্চিত হওয়া;

৭। জেলা/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বাল্যবিবাহ নিরোধে নিয়োজিত এনজিও এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণার পূর্ববর্তী ১ বছরে তাদের গোচরে কোন বাল্যবিবাহ হয়নি তা নিশ্চিত হওয়া;

৮। উল্লিখিত শর্তাদি পূরণ হলে কোন জেলা/ উপজেলাকে প্রাথমিকভাবে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা;

৯। প্রাথমিকভাবে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা পরবর্তী তিন বছর জরিপের মাধ্যমে কোন বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়নি মর্মে নিশ্চিত হলে জেলা/ উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা।

পরিশিষ্ট-১৭

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মার্চ ১১, ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৩ মোতাবেক ১১ মার্চ, ২০১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ ফাল্গুন, ১৪২৩ মোতাবেক ১১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারনের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:–

২০১৭ সনের ০৬ নং আইন

Child Marriage Restraint Act, 1929 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে নতুনভাবে প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XIX of 1929) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে নূতনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।** – (১) এই আইন বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইন–

(১) **"অপ্রাপ্ত বয়স্ক"** অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ (একুশ) বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো পুরুষ এবং ১৮ (আঠারো) বৎসর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো নারী:

(২) **"অভিভাবক"** অর্থ (Guardians and Wards Act, 1890 (Act No. VIII of 1890) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ভরণ-পোষণ বহনকারী ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "প্রাপ্ত বয়স্ক" অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ (একুশ) বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন এমন কোনো পুরুষ এবং ১৮ (আঠোরো) বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন এমন কোনো নারী:

(৪) **"বাল্যবিবাহ"** অর্থ এইরূপ বিবাহ যাহার কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক; এবং

(৫) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি।

৩। **বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন।**– সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের নিমিত্ত, জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা। এবং স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং উহাদের কার্যাবলি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৪। **বাল্যবিবাহ বন্ধে কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির সাধারণ ক্ষমতা।**– ধারা ৫ এর বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি কোন ব্যক্তির লিখিত বা মৌখিক আবেদন অথবা অন্য কোন মাধ্যমে বাল্যবিবাহের সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তিনি উক্ত বিবাহ বন্ধ করিবেন অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫। **বাল্যবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের শাস্তি।**– (১) আদালত, স্ব-উদ্যোগে বা কোন

ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কোন বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে অথবা বাল্যবিবাহ অত্যাসন্ন তাহা হইলে আদালত উক্ত বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) আদালত স্বেচ্ছায় বা অভিযোগকারী ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬। **মিথ্যা অভিযোগ করিবার শাস্তি।–** কোন ব্যক্তি ধারা ৫ এর অধীন মিথ্যা অভিযোগ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারদণ্ড অথবা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭। **বাল্যবিবাহ করিবার শাস্তি–** (১) প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন নারী বা পুরুষ বাল্যবিবাহ করিলে তিনি অনধিক ১ (এক) মাসের আটকাদেশ বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ধরনের শাস্তিযোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৮ এর অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা দণ্ড প্রদান করা হইলে উক্তরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৮। **বাল্যবিবাহ সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতাসহ অন্যান্য ব্যক্তির শাস্তি।–** পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, আইনগতভাবে বা আইনবহির্ভূতভাবে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন হইয়া বাল্যবিবাহ সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে কোন কাজ করিলে অথবা করিবার অনুমতি বা নির্দেশ প্রদান করিলে অথবা স্বীয় অবহেলার কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। **বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিবার শাস্তি।–** কোন ব্যক্তি বাল্যবিবাহ সম্পাদন বা পরিচালনা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১০। **বাল্যবিবাহ বন্ধে উদ্যোগী হইবার শর্তে বাল্যবিবাহের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি।–** এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালতের নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে ব্যাবিবাহের উদ্যোগের সহিত জড়িত বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই এইরূপ অভিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে, যদি এই মর্মে মুচলেকা বা বন্ড প্রদান করেন যে, তিনি ভবিষ্যতে বাল্যবিবাহের সহিত সম্পৃক্ত হইবেন না এবং তাহার নিকটবর্তী এলাকায় বাল্যবিবাহ বন্ধে উদ্যোগী হইবেন তাহা হইলে মুচলেকা বা বন্ডের শর্তানুযায়ী তাহাকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে।

১১। **বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের জন্য বিবাহ নিবন্ধকের শাস্তি, লাইসেন্স বাতিল।–** কোন বিবাহ নিবন্ধক বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর ও অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং তাহার লাইসেন্স বা নিয়োগ বাতিল হইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "বিবাহ নিকন্ধক" অর্থ Muslim Marriages and Divoreces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার এবং Christian Marriage Act, 1872 (Act No. XV of 1872), Special Marriage Act, 1872 (Act No III of 1872) ও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২, (২০১২ সনের ৪০নং আইন) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত বিবাহ নিবন্ধক।

১২। **বয়স প্রমাণের দলিল।–** বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক নারী বা পুরুষের বয়স প্রমাণের

জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয় পত্র, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট অথবা পাসপোর্ট আইনগত দলিল হিসাবে বিবেচিত হইবে।

১৩। **ক্ষতিপূরণ প্রদান**।–(১) এই আইনের অধীন আরোপিত অর্থদণ্ড হইতে প্রাপ্ত অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা: উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে "ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ" অর্থ বাল্যবিবাহের যে পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানা হইতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হইবে।

১৪। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা এবং অ-আপোষযোগ্যতা**।–এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং অ-আপোষযোগ্য হইবে।

১৫। **বিচার পদ্ধতি**।–এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্য Code of Criminal Proccedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর Chapter XXII এ বর্ণিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

১৬। **সরেজমিনে তদন্ত**।–আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অভিযোগ কার্যধারা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের নিমিত্ত আদালত সরেজমিনে তদন্ত করিতে পারিবে অথবা কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বা অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ তদন্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ তদন্ত কাজ ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক অতিরিক্ত ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তৎসম্পর্কে আদালতকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৭। **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ**।–আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

১৮। **অপরাধ আমলে নেয়ার সময়সীমা**।–এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইবার ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা না হইলে আদালত উক্ত অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবে না।

১৯। **বিশেষ বিধান**।–এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়স্কের সর্বোত্তম স্বার্থে, আদালতের নির্দেশ এবং পিতা-মাতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতিক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে, বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।–(১) Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XIX of 1929), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Act এর অধীন–

(ক) কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত বলিয়া গ্যণ্য হইবে;

(খ) দায়েরকৃত কোন মামলা বা কার্যধারা কোন আদালতে চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত Act রহিত হয় নাই।

২২। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।–(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিব।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

স্বাক্ষরিত

(ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার)

(সিনিয়র সচিব)

বাল্যবিবাহ দন্ডনীয় অপরাধ
বাল্যবিবাহ রোধ করুন

প্রকাশনায়:
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

www.giupmo.gov.bd

অলংকরণ ও মুদ্রণ: হারিনা